NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ভারতীয় কৃষি ও কৃষিজীবীদের ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র

অবসর ভেঙে বেন স্টোকস ফিরুন বিশ্বকাপে, আর্জি ইংল্যান্ডের ৮

কলকাতা ১৪ অগস্ট ২০২৩ ২৮ শ্রাবণ ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ৬৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 14.8.2023, Vol.17, Issue No.65, 8 Pages, Price 3.00

যাদবপুর কাণ্ডে ধৃত আরও ২ ছাত্র, এবার সামনে এল রহস্যময় চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুরকাণ্ডে গ্রেপ্তার করা হল আরও দুই ছাত্রকে। গ্রেপ্তার হয়েছেন দীপশেখর দত্ত (১৯), মনোতোষ ঘোষ (২০) নামের দুই পড়ুয়া। ধৃত দুই ছাত্র মনোতোষ ও দীপশেখরকে ২২ অগস্ট পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিল আদালত।

এদিকে সূত্রে খবর মিলছে, মনোতোষের ঘরেই থাকতো স্বপ্নদীপ। সৌরভের নির্দেশে স্বপ্নদীপকে রাখা হয়েছিল রাখা হয়েছিল মনোতোষের গেস্ট হিসাবে। এই দুই অভিযুক্ত প্রথম থেকেই যে স্বপ্নদীপের ওপর নানারকমভাবে মানসিকভাবে চাপ সৃষ্টি করেছিল এমন প্রমাণও রয়েছে পুলিশের হাতে। সৌরভ চৌধুরীকে জিজ্ঞাসবাদ করতেই মনোতোষের কথা জানিয়েছেন সৌরভ এমনটাও জানা গিয়েছে। এদিকে এই মনতোষ ঘোষের নামে অভিযোগ করেছিলেন স্বপ্নদীপের বাবাও।

অন্যদিকে, যাদবপুর কাণ্ডে এবার রহস্য তৈরি হল প্রথম বর্ষের পড়ুয়া স্বপ্নদীপের একটি চিঠি ঘিরে। অভিযোগ, ওই পড়ুয়াকে দিয়ে সেই চিঠিটি জোর করে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছিল। যদিও সেই চিঠির হাতের লেখা এবং নীচের সইটি মৃত পড়ুয়ার করা কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে খবর পুলিশ সূত্রে। শনিবার তদন্তকারীরা জানিয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের যে ঘরে প্রথম বর্ষের পড়ুয়া 'অতিথি' হিসাবে থাকছিলেন, সেই ঘর থেকেই উদ্ধার হয়েছে একটি ডায়েরি। আর যে চিঠিটি মিলেছে তা ওই ডায়েরির পাতায় লেখা হয়েছে বলে সূত্রে খবর। সরকারি আইনজীবী সৌরীন ঘোষাল এই প্রসঙ্গে জানান, 'একটি চিঠি পাওয়া গিয়েছে। সেটি জোর করে লেখানো হয়েছিল।'

এদিকে পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় শুক্রবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী তথা হস্টেলের আবাসিক সৌরভ চৌধুরী গ্রেপ্তার হন। এর পর রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দুই পড়ুয়া মনোতোষ ঘোষ এবং দীপশেখর দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার রাতভর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁদের। সরকারি আইনজীবীর দাবি, চিঠিটি মৃত পড়ুয়াকে দিয়ে

জোর করে লিখিয়ে নেওয়ার নেপথ্যে মনোতোষ এবং দীপশেখরের ভূমিকা থাকতে পারে। চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, সেটি বিভাগীয় সিনিয়রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিন অফ স্টুডেন্টস'কে লেখা হয়েছে। অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, বিভাগীয় সিনিয়রেরা হস্টেলের পরিবেশ নিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন। চিঠিতে এক জনের নামও নেওয়া হয়েছে। তিনিই প্রথম বর্ষের পড়ুয়াকে 'ভয় দেখানোর' চেষ্টা করছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে চিঠিতে। ডিনকে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করার আর্জিও চিঠিতে জানানো হয়েছে। যদিও মৃত পড়ুয়ার পরিবারের দাবি, এই চিঠির হাতের লেখা স্বপ্নদীপের নয়। মৃত পড়ুয়ার মামা স্বরূপ কুণ্ডু এই প্রসঙ্গে সংবাদ মাধ্যমকে জানান, 'চিঠিটা আমি দেখেছি। ওই হাতের লেখা স্বপ্নদীপের নয়। এ ব্যাপারে আমি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। আমাদের দাবি, হস্টেলে যারা থাকে, সকলের হাতের লেখা পরীক্ষা করা হোক। তা হলেই বোঝা যাবে, চিঠিটা কে বা কারা লিখেছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমাদের মনে হয়, তদন্তকে প্রভাবিত করার জন্যই এই চিঠি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

এদিকে বেশ কিছু প্রশ্নও উঠেছে এই চিঠি ঘিরে। চিঠিতে তারিখ রয়েছে ১০ অগস্ট অর্থাৎ গত বৃহস্পতিবারের। ঘটনাচক্রে, ৯ অগস্ট রাতে হস্টেলের তিন তলার বারান্দা থেকে পড়ে গিয়েছিলেন প্রথম বর্ষের ওই পড়ুয়া। এরপর বৃহস্পতিবার ভোররাতে হাসপাতালেই মারা যান স্বপ্নদীপ। তা হলে চিঠি কবে লেখা হল, তা নিয়ে তদন্তে নেমেছেন পুলিশ আধিকারিকেরা।

চিঠিটির শেষে মৃত পড়ুয়ার নামে দু'টি সই কেন, প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। শুধু তা-ই নয়, চিঠিটি যে হেতু ডিনের উদ্দেশে লেখা, তা হলে সেটি ডায়েরির পাতায় কেন লেখা হল, কেন সাদা কাগজে লেখা হল না তা নিয়েও কপালে ভাঁজ তদন্তকারীদের।

এদিকে তদন্তকারী পুলিশ সূত্রে খবর, হস্টেল থেকে ডায়েরি উদ্ধার হওয়ার পর শনিবার নদিয়ার রানাঘাটে মৃত পড়ুয়ার মামাবাড়ি গিয়েছিল যাদবপুর থানা এবং কলকাতা পুলিশের চার সদস্যের একটি দল। স্বপ্নদীপের পরিবার সূত্রে খবর, প্রায় ঘণ্টাখানেক স্বপ্নদীপের মামার সঙ্গে কথা বলেন তদন্তকারীরা। জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি তাঁর বয়ানও রেকর্ড করা হয়। পরিবার সূত্রেই জানা গিয়েছে, মামার বাড়ি থেকে এমন দু'টি খাতাও তদন্তকারীরা সংগ্রহ করেছেন, যে খাতায় পড়ুয়ার হাতের লেখা রয়েছে। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ডায়েরির পাতায় চিঠির পাশাপাশি প্রথম বর্ষের ওই পড়ুয়ার একাধিক সইও মিলেছে। পড়ুয়ার হাতের লেখা এবং সই রয়েছে এমন বেশ কিছু খাতা, ডায়েরি এবং নথি ভাল করে খতিয়ে দেখে জানার চেষ্টা চলছে। চিঠিটির হাতের লেখা এবং সই কার তা বিশেষজ্ঞদের অর্থাৎ গ্র্যাফোলজিস্টদের দিয়ে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে বলে খবর পুলিশ সূত্রে। যদি তা পড়ুয়ারই হয়ে থাকে, তা হলে তাঁকে ওই চিঠি লিখতে বাধ্য করা হয়েছিল কি না, তা-ও ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা চলছে। যদি সত্যিই তাকে দিয়ে জোর করে চিঠি লেখানো হয়ে থাকে, তা হলে তার পিছনে উদ্দেশ্য কী ছিল তারও উত্তর খুঁজে পেতে মরিয়া তদন্তকারীরা।

'বলছে বাংলার জনতা, প্রধানমন্ত্রী হোক মমতা'

স্লোগান উঠল তৃণমূলের কনক্লেভ থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'বলছে বাংলার জনতা, প্রধানমন্ত্রী হোক মমতা', রবিবার উত্তম মঞ্চে তৃণমূলের কনক্লেভ থেকে এমন স্লোগানই উঠতে দেখলেন বঙ্গ রাজনীতির কারবারিরা। তৃণমূলের পাখির চোখ চব্বিশে লোকসভার লড়াই। দিল্লি জয়ের যুদ্ধ। আর তার প্রস্তুতি চলছে দেশজুড়ে। ইতিমধ্যেই বিজেপি বিরোধী দলগুলি তৈরি করেছে ইন্ডিয়া জোট। তার অন্যতম শরিক তৃণমূলও। ফলে পিছিয়ে নেই বাংলাও। ২০২৪-এ যে বিজেপিকে কেন্দ্রের কুর্সি থেকে উৎখাত করতে চায় বিজেপি বিরোধী এই জোট তার স্পষ্ট বার্তা গেল রবিবার উত্তম মঞ্চে তৃণমূলের কনক্লেভের মঞ্চ থেকে।

রবিবার উত্তম মঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে জোরদার লড়াইয়ের বার্তা দিয়ে ফিরহাদ হাকিম জানান, 'পরের বার স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় আর দাড়িওয়ালা লোকটা ভাষণ দেবে না 'মিত্রোঁ' বলে। বাংলায় খুন খারাপি, সন্ত্রাসের কথা বলছেন। রাতে শুয়ে শুয়ে বাংলার কথাই ভাবেন। গত দেড় মাসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেফারেন্স ছাড়া মোদি কোনও বক্তব্য রাখেননি। কারণ, তিনি বিশাস করেন যে তাঁকে পালটে দিতে পারে একমাত্র বাংলার বাঘিনী, যার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' একইসঙ্গে ফিরহাদ এও জানান প্রধানমন্ত্রী পদে যোগ্যতম প্রার্থীর নাম মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই তাঁর মুখে শোনা যায় এই স্লোগান, 'বলছে বাংলার জনতা, প্রধানমন্ত্রী হোক মমতা।'

এদিনের মঞ্চ থেকে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ জানান, 'জোট জমানা শুরু হয়ে গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদার। তিনি বলছেন, প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার চাই না। বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চাই। কিন্তু আপনারা তো ঘরের লোক। এই ব্যানারের উপরে যা লেখা আছে সেটা হতেও পারে। জ্যোতি বসুর নাম যখন উঠল প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য, তখন আপনাদের সাংসদ ক'জন ছিল কমরেড? ২০০? তৃণমূল কংগ্রেস চেয়ারের জন্য এগোবে না। কিন্তু আমরা বিয়াল্লিশে ৪২টা আসন পাওয়ার লক্ষ্যে এগোব?' এরইরেশ ধরে কুণাল এও জানান, 'আজকের নতুন প্রজন্ম, যারা রাজনীতিতে এসেছে, সিপিএম জমানায় কলঙ্কিত দিনগুলোর কথা তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। তাঁদের জানানো দরকার, রক্তমাখা ভাত খাইয়েছিল নিরুপম সেনরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় এসব প্রচার করুক। মরিচঝাঁপি, বিজন সেতুর কথা মনে করিয়ে দিন। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, বাসন্তী, নেতাইয়ের গণহত্যা। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ইংরেজি তুলে দিয়েছিল, কম্পিউটার তুলে দিয়েছিল। আর এরা শিক্ষার দুর্নীতির কথা বলে? সিপিএম-কংগ্রেস যদি মনে করে, ওখানে হাতে হাত ধরে বিজেপিকে সরানোর পর এখানে দুই দল তৃণমূলকে পিছন থেকে ছুরি মারবে, তাহলে কিন্তু ভাবতে হবে তাঁদের।'

স্বাধীনতা দিবসের আগে কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনী মণিপুরে

ইম্ফল, ১৩ অগস্ট : সংসদে মণিপুর নিয়ে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন মণিপুর তাঁর 'জিগর কা টুকরা'। যার আক্ষরিক অর্থ 'নয়নমণি' শব্দবন্ধটি। মোদির 'চোখের মণি' সেই মণিপুরে এখনও দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বলছে বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধীরা। তার মধ্যেই মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে শুরু হল স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি। অস্থায়ী লোহার প্রাচীর তুলে হোর্ডিং লাগিয়ে শুরু হল স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজের মহড়া। গত প্রায় সাড়ে তিন মাস ধরে অশান্তি চলতে থাকা রাজ্যটিকে মুড়ে ফেলা হল কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনীতে।

রবিবারই মণিপুরের পাঁচটি জেলায় তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু অস্ত্র-শস্ত্র উদ্ধার করেছে মণিপুরের নিরাপত্তা বাহিনী। এর মধ্যে খাস রাজধানী ইম্ফলও রয়েছে। বিষ্ণুপুর, চুড়াচাঁদপুর, থুবল ছাড়া পূর্ব এবং পশ্চিম ইম্ফলে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। শনিবার থেকে রবিবারের মধ্যে এই পাঁচ জেলা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১২টি আগ্নেয়াস্ত্র, প্রচুর গোলাগুলি এবং আটটি বিস্ফোরক। এ ছাড়াও এই পাঁচ জেলা থেকে প্রায় ২৭ কেজি ওজনের ২৫টি আফিমের প্যাকেটও উদ্ধার করেছে তারা। রবিবার থেকে ইম্ফলের পাশাপাশি এই পাঁচ জেলার মধ্যে চূড়াচাঁদপুরেও শুরু হয়েছে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি। শনিবার এখানকার টুইবোং এলাকার শান্তি ময়দানে আয়োজন করা হয়েছিল স্বাধীনতার দিবসের মহড়ার। সেই প্রস্তুতিতে যোগ দিয়েছিলে বিএসএফ থেকে শুরু করে মণিপুর পুলিশ, ছাত্রছাত্রী এবং অসম রাইফেলস। নিরাপত্তার জন্য জেলায় জেলায় তৈরি করা হয়েছে অসংখ্য চেক পোস্ট। আইন না মানার জন্য গত কয়েক দিনে আটকও করা হয়েছে ১৫৮০ জনকে।

এ দিকে মণিপুরে বহু জঙ্গি গোষ্ঠী ইতিমধ্যে

উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে স্বাধীনতা দিবসের দিন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। মণিপুরের কোঅর্ডিনেটিং কমিটির বহু বেআইনি সংগঠনও স্বাধীনতা দিবসের দিন মধ্যরাত ১টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এই কোঅর্ডিনেটিং কনমিটির মধ্যে রয়েছে মণিপুরের ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (ইউএনএলএফ), পিপল'স লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) এবং প্রিপাক। এ ছাড়া দু'টি নিষিদ্ধ সংগঠনও ১৫ অগস্টের দিন রাজ্য জুড়ে বন্ধের ডাক দিয়েছে। তবে এ সবের মধ্যেই পুরোদমে শুরু হয়েছে কেন্দ্রের তরফে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতিও।

সম্প্রতি সংসদে বাদল অধিবেশে মণিপুর নিয়ে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন বিরোধীরা। বিরোধীদের প্রস্তাবের জবাবি বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছিলেন, মণিপুরে খুব শীঘ্রই শান্তি ফিরবে। অশান্তির দায় অনেকটাই মণিপুরের পুরনো শাসক কংগ্রেসের উপর চাপিয়ে মোদি বলেছিলেন, মণিপুর আমার চোখের মণি। এই সরকার গত ছ'বছরে মণিপুরের জন্য অনেক কিছুই করেছে যা পুরনো শাসক করে দেখাতে পারেনি।

ভারত যেন বিশ্বের উন্নত দেশ হয়, ভবতারিনী মন্দিরে প্রার্থনা জানালেন জেপি নাড্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দু'দিনের বঙ্গ সফরের শেষ দিনে রবিবার সকালে দক্ষিণেশ্বর মা ভবতারিনী মন্দিরে পুজো দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এদিন সস্ত্রীক জেপি নাড্ডার সঙ্গে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিজেপি নেতা রাহুল সিন্হা। প্রায় ২০ মিনিট মায়ের মন্দিরে কাটানোর পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেপি নাড্ডা বলেন 'দক্ষিণেশ্বর মন্দির স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের মাটি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এই পবিত্র স্থান থেকে আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। এই মাটিতেই ১৮৭১ সাল পর্যন্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর জীবন কাটিয়েছেন।

নাড্ডাজির কথায়, 'ঐতিহাসিক দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে তাঁর পুজো দেওয়ার সৌভাগ্য মিলেছে। এই পবিত্র স্থান তৈরি করেছিলেন রাণী রাসমণি। ভবতারিনী মায়ের মায়ের কাছে তাঁর

প্রার্থণা, সহযোদ্ধা, সাথী ও দলকে যেন শক্তি মা শক্তি প্রদান করেন। সেই পুরো শক্তি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিজির নেতৃত্বে ভারতের সেবায় নিয়োজিত হতে পারি। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির নেতৃত্বে ভারতকে একটি উন্নত দেশ হিসাবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারি।' এদিকে, তাঁর নির্দেশেই রবিবার দলের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠক হয় হেস্টিংসে। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, লকেট চট্টোপাধ্যায়ের মতো বঙ্গ বিজেপির নেতানেত্রীরা। তবে সূত্র মারফৎ খবর মিলছে, এদিনের এই বৈঠকে সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলা নিয়ে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিজেপির হাইকম্যান্ডের তরফ থেকে। পাশাপাশি এও শোনা গিয়েছে, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দলের জনপ্রতিনিধিদের সংবাদ মাধ্যম থেকে দূরে থাকতে বলেছেন।

এদিনের এই বৈঠকের পর সবাইকেই প্রায় মুখে কুলুপ আঁটতেই দেখা যায়। তবে এদিনের এই বৈঠক প্রসঙ্গে দলের সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায় জানান, 'ছোট ছোট বিষয় নিয়ে দারুণ বলেছেন নাড্ডাজি।' অপর সাধারণ সম্পাদক অগ্নিমিত্রা পল জানান, 'আমরা দিশা পেলাম।' এদিনের এই বৈঠক শেষে বেরনোর সময় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানান, 'বাইট দেওয়া আমার কাজ নয়। এর জন্য রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য রয়েছেন।' তবে কোথাও একটা অভিমানের সুর ধরা পড়েছে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের গলায়। বৈঠকের পর তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, 'আমি এখন আর কর্তৃপক্ষ নই। এসব নিয়ে বলার জন্য দলে অনের লোক আছে।'

এদিকে জেলা সভাপতি বদল নিয়ে বিতর্কের আঁচ এখনও রয়েছে বিজেপির অন্দর মহলে। এই পরিস্থিতিতেই দলীয় নেতাদের বৈঠকে শনিবার কড়া বার্তা দিতে দেখা গিয়েছিল শুভেন্দু অধিকারীকে। নেতাদের উদ্দেশে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, মঞ্চে বড় বড় ভাষণ দিলেই হবে না। বরং বার্তা দিয়েছিলেন, নিজের নিজের এলাকায় সংগঠন মজবুত করার জন্য।

গাড়িতে হর্নের বদলে তবলা-বাঁশি

নয়াদিল্লি, ১৩ অগস্ট: বায়ুদূষণ নিয়ে যত কথা হয়, শব্দদূষণ নিয়ে তত হয় না। কেবল উৎসবের মরশুমে প্রশাসনের মনে পড়ে ৬৫ ডেসিবেলের কথা। অথচ এদেশের শহর থেকে শহরতলি নারকীয় শব্দদূষণের শিকার। যা নিত্যদিনের ঘটনা। নেপথ্যে লক্ষ লক্ষ যানবাহানের হর্ন।

প্রয়োজন হোক বা না হোক হর্ন বাজিয়ে পথচারীর কানের পর্দার পরীক্ষা নেবেনই চালক! এই অবস্থায় আশার কথা শোনালেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতীন গড়কড়ি। জানালেন, এবার থেকে ভিআইপিদের গাড়িতে আর বাজবে না সাইরেন। বদলে শোনা যাবে বাঁশি, তবলা কিংবা শাঁখের সুরেলা শব্দ।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নিরাপত্তায় মুড়েছে রেড রোড

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার ১৫ অগস্ট। ফি-বছরের মতো এবারও কড়া নিরাপত্তার মুড়ে ফেলা হচ্ছে স্বাধীনতা দিবসের রেড রোড। লালবাজারের তরফে জোর কদমে চলছে প্রস্তুতি। লালবাজার সূত্রে খবর, স্বাধীনতা দিবসে রেড রোডে থাকবে ২ হাজার পুলিশ কর্মী। তার আগে ১২ অগস্ট শনিবার থেকেই নাকা চেকিং শুরু হয়ে গিয়েছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। একইসঙ্গে শহরের বিভিন্ন জায়গায় গেস্ট হাউজে শুরু হয়েছে চেকিং পর্ব। নিরাপত্তাকে অটুট রাখতে থাকছে কিউআরটি টিমও। এছাড়াও রয়েছে ৪টি স্যান্ড ব্যাগ মোর্চা এবং ১১টি স্যান্ড ব্যাগ বাঙ্কার। কড়া নজরদারি চালাতে

রেড রোডে চলছে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের মহড়া।

বিভিন্ন জায়গায় ৬টি ওয়াচ টাওয়ার বসবে। শহরের নানা জায়াগায় থাকছে পুলিশ সহায়তা কেন্দ্রও। এমন কেন্দ্রের সংখ্যা ৬টি বলেই জানানো হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে।

এদিকে কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, রেড রোডকে মূলত ১৩টি জোনে ভাগ করা হবে। তার মধ্যে ৮৬টি সেক্টর থাকবে। স্বাধীনতা দিবসের দিন নিরাপত্তার ওপর নজর রাখতে ডেপুটি কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার থাকবেন ১৭ জন। এছাড়াও ট্রাফিকের জন্য আরও ২ জন। থাকছেন ৪৬ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার, ৯০ জন ইনস্পেক্টর। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে ১৪ তারিখ রাত ১০টা থেকে বন্ধ থাকবে ধর্মতলার ডাউন র‍্যাম্প। রেড রোড, কেপি রোড, হসপিটাল রোড, মেয়ো রোড, ডাফরিন রোড, আউট্রাম রোড-সহ একাধিক পথে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হবে এদিন। বিকল্প হিসাবে রেড রোডের অনুষ্ঠান চলাকালীন জহরলাল নেহরু রোড ও স্ট্র্যান্ডর রোড দিয়ে যাতায়াত করবে গাড়ি।

যাদবপুর কাণ্ডে কলকাতায় আসছে ইউজিসির অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় এবার হস্তক্ষেপ করতে চলেছে ইউজিসি। সোমবারের মধ্যে যাদবপুর কাণ্ডে প্রাথমিক রিপোর্ট তলব করা হয়েছে ইউজিসি-র তরফ থেকে। এরপরই কলকাতায় তথা যাদবপুরে আসছে ইউজিসি-র অ্যান্টি র‍্যাগিং দল। সূত্রে খবর আগামী সপ্তাহেই রাজ্যে আসছেন তাঁরা। এদিকে সোমবার বৈঠকে বসছে যাদবপুরের তদন্ত কমিটি। শুধু তাই নয়, বৈঠকে বসতে চলেছে 'অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াডও'। এরপর সেই রিপোর্ট দেওয়া হবে ইউজিসি-কে। এদিকে ইউজিসি সূত্রে যে খবর মিলেছে তাতে পড়াশোনার বিচারে রাজ্য তথা দেশের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হলেও বারংবার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ঘটনা ঘটছে তাতে ইউজিসি উদ্বিগ্ন।

সূত্রের খবর, প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় ইতিমধ্যেই ইউজিসি-র কাছে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তার ভিত্তিতেই ইউজিসি-র একটি বিশেষ দল তারা রাজ্যে আসছে।

উল্লেখ্য, গত বুধবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল থেকে পড়ে মৃত্যু হয় প্রথম বর্ষের পড়ুয়া স্বপ্নদীপের। 'সিনিয়রদের' র‍্যাগিংয়ের বলি হতে হয়েছে তাঁকে বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের।

এই ঘটনার পর তোলপাড় হয় রাজ্য-রাজনীতি। রাজ্যপাল তথা সি ভি আনন্দ বোস পরিদর্শন করেন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।

এই ঘটনার পর হাই লেভেল 'অ্যান্টি র‍্যাগিং' কমিটি তৈরির চিন্তাভাবনাও করেন রাজ্যপাল বোস। গত শুক্রবার রাজভবনে যাদবপুর-সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকদের নিয়ে একপ্রস্থ বৈঠকও সারেন তিনি।

কৃষিকাজে উন্নতির জন্য বাংলাকে মডেল করার পরামর্শ কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্নীতি ও অনিয়মের ভুয়ো অভিযোগে একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনায় বাংলার বরাদ্দ কয়েক হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। কিন্তু কৃষিকাজে উন্নতির জন্য সেই বাংলাকেই মডেল করার পরামর্শ দিল কেন্দ্রীয় সরকার। গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের মতো বিজেপি শাসিত সরকারগুলির কাছে ইতিমধ্যে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগে তৈরি রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা বা আরকেভিওয়াই-এর বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের প্রশংসা করে এমনই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

গত বুধবার নয়াদিল্লির কৃষিভবনে সব রাজ্যের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই বৈঠক হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পরামর্শের পর রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের নিরিখে বাংলা আজ দেশের সব রাজ্যগুলির কাছে মডেল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বারবার সে কথা বলেছেন। আর তিনি যে ভুল বলেননি কেন্দ্রের এই নির্দেশেই তা ফের প্রমাণিত হল।

কৃষিতে বাংলার সাফল্য এবার কেন্দ্রীয় সরকারও স্বীকার করে নিল। কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়াই রাজ্য সরকার নিজের প্রচেষ্টায় কৃষকবন্ধু, বাংলা শস্যবিমার মতো প্রকল্প চালু করেছে। তারপর বাংলাকে মডেল করে অনেক রাজ্যই এই সব প্রকল্প চালু করেছে। এখানেই বাংলার সাফল্য। বুধবার দিল্লির কৃষি ভবনের বৈঠকে প্রতিটি রাজ্য তাদের কাজকর্ম বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরে। পশ্চিমবঙ্গের প্রেজেন্টেশন দেখে কৃষি মন্ত্রকের সচিব-সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যই বলছে, বাংলা এই খাতে বরাদ্দ টাকা খরচ করে যথাযথ ভাবে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট-সহ সমস্ত নথিও জমা দিয়েছে। ফলে রাজ্য ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের আরও এক কিস্তি টাকা পাচ্ছে। একই সঙ্গে ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের প্রথম কিস্তির টাকাও পাচ্ছে। বাংলা ছাড়া এই কৃতিত্ব দেখিয়েছে একমাত্র তামিলনাড়ু। উল্টোদিকে বিজেপিশাসিত উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত, মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলি তাঁদের গত বছরের বরাদ্দ টাকাই খরচ করতে পারেনি। ফলে তাঁরা এই দুই কিস্তির টাকাও পাচ্ছে না।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৪ আগস্ট। ২৮ শে শ্রাবণ। সোমবার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরি চন্দ্রের মহাদশা। বিংশোত্তরি বৃহস্পতির মহা দশাকাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : কিছুটা সতর্কতা প্রয়োজন আজ। পরিবার বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীর সাথে খুব ছোট্ট কোন ঘটনাকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা বড় লগ্নি করবেন তারা একটু ধৈর্য ধরুন। বিদ্যার্থীদের জন্য এক প্রকার। কর্মের আবেদন যারা করেছেন তারা একটু অপেক্ষা করুন শুভ ফল পাবেন। গৃহ মন্দিরে বাবা বিশ্বনাথের পায়ে ১০৮ বেলপত্র দিন। স্বপ্ন পূরণের পথ তৈরি করুন।

বৃষ রাশি : বেলা ১১:৪৫ পরে শুভ গ্রহ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। বিদ্যালয়ে ছোটখাটো বিবাদ বিতর্ক ছিল তা মিটে যাবে, যারা মাস্ক কমিউনিকেশনে কাজ করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ তবে এই গৃহ মধ্যে শত্রুর প্রকোপ বা দৃষ্টি রয়েছে। বাণিজ্যে যারা বড় লগ্নি করবেন তারা ধৈর্য রাখুন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জলন করুন ওম নমঃ শিবায় বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে। ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর যে কু নজর আপনার দিকে ছিল তা আজ শুভ হবে। ব্যাংক ঋণ বা ইন্সুরেন্স থেকে ঋন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমিক যুগল বিবাহের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। প্রেমের জন্য আজ শুভ দিন। প্রবীণ নাগরিক যিনি হাসপাতালের চিকিৎসাধীন ছিলেন তার আজ বাড়ি ফেরার কথা। ওম নমঃ শিবায় ওম।

কর্কট রাশি : আজ উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রভাবশালী এক বন্ধুর দ্বারা কোন জটিল সমস্যা থেকে বেড়িয়ে আসতে পারবেন। বাস্তু ভূমি জমি বিষয়ে যে দুশ্চিন্তা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। কোন ভাইয়ের স্ত্রী দ্বারা শুভ ঘটনা ঘটবে। অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। ক্যামেরা চিত্রকলা শিল্প বিষয় যারা আছেন তাদের সাফল্য লাভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ওম নমঃ শিবায় বলুন নারকেল প্রদান করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথাকে গুরুত্ব দিয়ে শুনলে শুভ হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও এক গুপ্তশত্রুর চাহনি থাকবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায় আরো শুভ। নতুন পরিকল্পনায় শুভ যোগাযোগ বিদ্যার্থীদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ওম নমঃ শিবায় বলে আজ ক্ষীর ভোগ প্রদান করুন।

কন্যা রাশি : আজ নতুন কোন বড় চুক্তির সম্ভাবনা হওয়ার সময়। বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা যানবাহন তরল পদার্থ কেমিক্যাল বস্ত্র গার্মেন্টস বিজনেস করেন। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। উচ্চ বিদ্যা নিয়ে যারা বিদেশ যেতে ইচ্ছুক তাদেরও এক নতুন যোগ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের পা ছুয়ে দিন শুরু করুন বিপদ নাশ হবে। প্রেমিক যুগল শুভ। দিন শান্তির বাতাবরণ বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে নারিকেল ভোগ প্রদান করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : নিজের বুদ্ধির দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা এনজিও বা সমাজ সেবামূলক কর্মে ছিলেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা শিল্পকলা চর্চা করেন, নৃত্যকলা কৌশল করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তি দিন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য অতীব শুভ। পরিবারে নতুন কোন ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল জিনিস আসতে পারে। পরিবারের শত্রু নেই তবে প্রতিবেশীর মধ্যে আজ শত্রুর ষড়যন্ত্র-- আপনার দিকে থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, ওম নমঃ শিবায় বলুন এবং লৌহ ত্রিশূল, সেখানে শিব কল্পনা করে পুজো করুন।

বৃশ্চিক রাশি : পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবী যে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিল, আজ তার ফোন কলে আনন্দ প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন বেতন ভোগ কর্মচারী-- যারা বিশেষত প্রশাসনিক কর্মে আছেন, মেডিকেল ঔষধ চিকিৎসা বিষয়ে কাজ করেন, তাদের নতুন সম্ভাবনাময় দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন মা দুর্গার নামকরণ নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : খুব সতর্ক থাকা শুভ। পুরাতন বান্ধবীর ফোন কল দ্বারা মানসিক শান্তি নষ্ট। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। ছোটখাটো ঘটনা নিয়ে বিতর্ক বিবাদ তুঙ্গে পৌঁছবে। পোষ্য জীবজন্তু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের কোন কাজ আটকে যাবে। প্রেমিক যুগল প্রেমের পথে কাটা আছে সতর্ক থাকা ভালো। বড় বাণিজ্যে লগ্নী না করা শুভ। অলৌকিক ঐশ্বরিক প্রভাব বৃদ্ধি করার জন্য বাড়িতে ত্রিশূল পূজা করুন।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য রাখতে পারলে, অত্যন্ত শুভ প্রভাব যুক্ত দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের কৃতিত্বে খুশি হওয়ার সময়। পুরাতন বান্ধবী বা বান্ধবী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাড়ি জমি বাস্তুতে শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালান শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক থাকার সময়। বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের সাথে খুব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বিবাদ বিতর্কের দিন কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন নতুন লগ্নি না করা শুভ। শেয়ার বাজার, শেয়ার মার্কেটে যারা লগ্নি করেন তাদের বলব আজকের দিনটি সচেতন থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন, নারিকেল ভোগ-প্রদান দিন, শুভ।

মীন রাশি : ব্যাবসা বাণিজ্যর উন্নতি নিশ্চিত। বাণিজ্যের নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। ছোট ভ্রমণের দ্বারা আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। জল তরল পদার্থ কেমিক্যাল এর ব্যবসা যারা করেন, তাদের শুভ। হারিয়ে যাওয়া কিছু ফেরত আসার সম্ভাবনা। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সঙ্গীত শিল্পকলায় যারা আছেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মিছরি দ্বারা সর্ব দেবতার ভোগ দিন। আজ সোমবার হর হর মহাদেব বলুন শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

DECLARATION

We, Barun Ghosh & Lina Rajak, Sons & daughter of Lt. Ramendra Nath Ghosh of 1, Jodhpur Colony, Kolkata-700045 declares before E.M. Sealdah on 11.8.2023 that our mother Sandhya Ghosh died on 8.5.2023, leaving behind us as her legal heirs & she was the owner/possessor of a landed property at 1, Jodhpur colony, Kolkata & if anybody claims or proves lawfully that we are not legal heirs than we shall be responsible for that act.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

চুঁচুড়ায় ঋণ শিবিরের আয়োজন পঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: হুগলি জেলার চুঁচুড়া ওয়েলফেয়ার ভবনে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক সার্কেল অফিসে গত ১০ অগাস্ট সার্কেল প্রধান জিতেন্দ্র সোয়াইনের সভাপতিত্বে একটি ঋণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কলকাতার জোনাল অফিসের প্রধান জেনারেল ম্যানেজার ফিরোজ হাসনাইন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে পিএম স্বনিধি যোজনা, পশ্চিমবঙ্গ ভবন ক্রেডিট কার্ড, পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র ক্রেডিট কার্ড এবং কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের আওতায় থাকা ব্যাঙ্ক বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের ১৩২টি ঋণ অনুমোদন পত্র তুলে দেওয়া

হয়। এদিন হুগলির ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও সার্কেল হেড তাঁর বক্তব্যে ব্যাঙ্কের তরফ থেকে যে সমস্ত সরকারি প্রকল্প চালু হয়েছে তার তথ্য গ্রাহকদের সামনে তুলে ধরেন। এরই পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কথা গ্রাহকদের জানান।

পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্যার্থে হাওড়া ও শিয়ালদায় হেল্প ডেস্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য হাওড়া, শিয়ালদা-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশনে হেল্প ডেস্ক খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হাওড়া, শিয়ালদার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ, মালদা, নিউ জলপাইগুড়ির মত স্টেশনে জিআরপির দপ্তরে ওই হেল্প ডেস্ক খোলা হবে। শুক্রবার নবান্নে পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ওই বৈঠকে আসন্ন দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভূক্তকরণের জন্য বিশেষ শিবির খোলার ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হতে চলা দুয়ারে সরকার শিবিরে নাম নথিভুক্ত করার মাধ্যমে রাজ্য সরকার পরিযায়ী শ্রমিকদের একটি তথ্যভান্ডার তৈরি করতে চায়। এর ফলে কোন শ্রমিক কোন রাজ্যে কাজ করতে যাচ্ছেন বা ফিরছেন সে সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য সরকারের কাছে থাকবে। সরকারি তালিকায় নাম থাকা কোনও পরিযায়ী শ্রমিক যদি অন্য রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা যান তাহলে তার পরিবার দু'লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য পাবে। এছাড়াও

দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়ে আহত হলে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে চিকিৎসার জন্য। যদি কোনও পরিযায়ী শ্রমিকের অঙ্গহানি-সহ অন্য কোন বড় ক্ষতি হয়, তাহলে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।

শুক্রবার নবান্নের বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর উপস্থিতিতে বৈঠক করেন পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের সভাপতি সামিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, দুয়ারে সরকার প্রকল্পে পরিযায়ী শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশন চালু করা হচ্ছে। যাতে তাঁদের সমস্ত তথ্য সরকারের কাছে থাকে। এছাড়াও এই শ্রমিকদের উন্নতিতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম বসছে মেট্রোর নর্থ সাউথ করিডরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের নতুন প্রযুক্তি কলকাতা মেট্রোয়। দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ রুটে মেট্রোয় এ বার বসানো হচ্ছে 'ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম' (বিইএসএস)। দেশের মধ্যে প্রথম কলকাতা মেট্রোয় এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগানো হচ্ছে। এর ফলে বিদ্যুৎ বিপর্যয় হলেও সুড়ঙ্গের মধ্যে আর মেট্রোর রেক আটকে পড়বে না। এই পদ্ধতির সাহায্যে পরের স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাবে মেট্রোর রেককে। গ্রিড বিপর্যয় হলেও মেট্রো চলাচলে সমস্যা হবে না। আগামী এক বছরের মধ্যেই এই ব্যবস্থা চালু করা হবে। রবিবার এই পদক্ষেপ করার কথা জানিয়েছেন কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন, ইনভার্টার এবং অ্যাডভান্স কেমেস্ট্রি সেল ব্যাটারির সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়েছে এই ব্যবস্থা। হঠাৎ যদি বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটে, তা হলে এই পদ্ধতির সাহায্যে মেট্রোর রেককে পরের স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাবে। অর্থাৎ সুড়ঙ্গের মধ্যে আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না মেট্রোকে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, এটা পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা।

নোয়াপাড়া, শ্যামবাজার, সেন্ট্রাল এবং যতীন দাস পার্ক; এই চারটি সাবস্টেশনে বসানো হবে এই প্রযুক্তি। চার মেগাওয়াট চার কোয়াড্রেন্ট ইনভার্টার চালুর জন্য চলতি মাসের ১১ তারিখ একটি দরপত্র প্রকাশ করেছে কলকাতা মেট্রো। ওই ইনভার্টারগুলিতে শক্তি সঞ্চয়ক উপাদান হিসাবে থাকবে লিথিয়াম আয়রন ফসফেট (এলএফপি) অথবা লিথিয়াম টাইটেনিয়াম অক্সাইড (এলটিও)। ওই চারটি মেট্রো স্টেশনে এক মেগা ওয়াটের ইনভার্টার বসানো হবে। এই ব্যবস্থার ফলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলে, এমনকি যদি গ্রিড বিপর্যয় ঘটে, তা হলে সুড়ঙ্গে আর আটকে পড়বে না মেট্রোর রেক। ঘণ্টায় ১৫-২০ কিমি গতিতে মেট্রোর রেকটিকে পরের স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাবে। এই প্রযুক্তির সাহায্যে নিরাপদে যাত্রীদের মাঝ-সুড়ঙ্গ থেকে নিয়ে আসা যাবে। রাতে এলএফপি এবং এলটিও ব্যাটারিগুলি চার্জ দেওয়া যাবে।

শুধু যাত্রী সুরক্ষাই নয়, মেট্রোর বিদ্যুৎ খরচেও সাশ্রয় হবে এই ব্যবস্থায়। ব্যস্ত সময়ে মেট্রো চালাতে ৩২ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। বিইএসএস ব্যবস্থায় চার মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা জোগাবে। ফলে ব্যস্ত সময়ে মেট্রো চালানোর জন্য কম পরিমাণে বিদ্যুৎ কিনতে পারবেন কর্তৃপক্ষ। মেট্রোর খরচ অনেকটাই কমবে। মেট্রো চলাচলের ব্যস্ত সময়ে বছরে ২৫ লক্ষ টাকা সাশ্রয় করতে পারবে এই ব্যবস্থা। অন্য সময়ে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় হতে পারে।

র‍্যাগিং: শাস্তির দাবিতে মৌন মিছিল ব্যারাকপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া স্বপ্নদীপের মৃত্যুর ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ব্যারাকপুরে মৌন মিছিল। রবিবার সন্ধেয় ব্যারাকপুর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে এই মৌন মিছিল বেরিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করে। স্থানীয় কাউন্সিলর সম্রাট তপাদার-সহ বহু সাধারণ মানুষ হাতে মোমবাতি নিয়ে ঘটনার প্রতিবাদ জানালেন। তৃণমূল কাউন্সিলর সম্রাট তপাদার বলেন, স্বপ্নদীপের স্বপ্ন যারা ভেঙে চুরমার করে দিল। তাদের সকলকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গনে এই ধরনের অরাজকতার বিরুদ্ধে তিনি ধিক্কার জানালেন।

Change Of Name

RUKHSANA KHATUN Daughter of MD. AON of H.No. 79, East Ghosh Para Road, P.O.+P.S. - Jagatdal, District:- North 24 Pgs and PUTUL SHARMA W/O RAHUL KUMAR SHARMA is the same and one identical person on the strength of an affidavit S.L. No. 149 dt. 10/08/2023, before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore. **Now I am Known as PUTUL SHARMA W/O RAHUL KUMAR SHARMA.**

সম্প্রতি অভিযান প্রকাশনে কবি জয় গোস্বামীর 'শান্তি' কাব্য গ্ রন্থ প্রকাশিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কবি জয় গোস্বামী, মধুসূদন রায়, অভিক মজুমদার, অর্ক দেব, শাশ্বতী সান্যাল সহ অনেকেই।

পুজোর পর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু বিদ্যাসাগর সেতুর মেরামতির কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয় হুগলি সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতুর মেরামতির কাজ শুরু হচ্ছে। পুজোর পর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সেতুর মেরামতির কাজ শুরু করা হবে বলে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতের প্রথম এবং সবচেয়ে দীর্ঘ কেবল স্টেইড এই সেতুর কয়েকটি কেবলের অবস্থা ভাল নয়। ফলে সেতুর স্বাস্থ্য নিয়ে উৎকণ্ঠায় রয়েছে প্রশাসন। দিন কয়েক আগে সেতু মেরামতির ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডেকেছিলেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। সেখানে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর মেরামতি এবং তার জন্য যান চলাচলের বিকল্প ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

নবান্নের বড় উদ্বেগ রয়েছে ট্রাফিক ডাইভারসন নিয়ে। ১ লক্ষেরও বেশি গাড়ি প্রতি দিন দ্বিতীয় হুগলি সেতু দিয়ে যাতায়াত করে। তার মধ্যে আন্তরাজ্য বাস ও মালবাহী গাড়ি রয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন রুটের সরকারি-বেসরকারি বাসে করে এই সেতুর মাধ্যমে প্রতি দিন কয়েক লক্ষ নিত্যযাত্রী কলকাতা শহরে আসেন। ব্রিজে মেরামতির কাজ শুরু হলে এই ট্রাফিক কীভাবে কোন রাস্তা দিয়ে ঘোরানো হবে সেটাই এখন বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে পুজোর পর কাজ শুরু হলে বিপুল সংখ্যক মানুষের অফিস কাছারিতে পৌঁছতে দুর্ভোগ যে হবেই সে ব্যাপারে প্রশাসনের অনেকেরই কোনও সন্দেহ নেই।

নবান্নে এদিনের মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে ওই বৈঠকে পূর্ত সচিব অন্তরা আচার্য এবং পূর্ত দপ্তরের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়াররা উপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে সেতু মেরামতির কাজ হবে। দুর্গাপুজোর পর জার্মানি থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দল কলকাতা আসবে বলে সূত্রের খবর। তাঁরাই সেতু মেরামতির কাজ করবে। ১৯৭২ সালে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। ১৯৯২ সালে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর উদ্বোধন হয়েছিল। তবে ২০১৩ সালে রাজ্য সচিবালয় রাইটার্স বিল্ডিং থেকে সরিয়ে নবান্নে নিয়ে আসার পর আরও কদর বেড়েছে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৪ অগস্ট ২৮ শ্রাবণ, ১৪৩০, সোমবার

যাদবপুরের মৃত পড়ুয়াকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছিল, বিস্ফোরক তথ্য কমিশনের

কঠিনতম শাস্তির দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুরের পড়ুয়ার বয়স ১৮-এর কম। শুধু তাই নয়, যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল যাদবপুরের পড়ুয়াকে। নদিয়ার বগুলার বাসিন্দা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের পড়ুয়ার মৃত্যু তদন্তে বিস্ফোরক তথ্য সামনে আনল কমিশন । ইতিমধ্যেই যাদবপুরে প্রথম বর্ষের ছাত্রের রহস্যমৃত্যুতে গ্রেপ্তার হয়েছেন আরও দুই পড়ুয়া। রবিবার নদিয়ার রানাঘাটে ওই পড়ুয়ার মামার বাড়িতে যান মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান অনন্যা চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অন্যান্য চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ওই পড়ুয়ার উপর যৌন নির্যাতন এই ঘটনা অমার্জনীয়, আমরা এটাকে ছেড়ে দেব না।' তিনি বলেছেন, 'মৃত ওই পড়ুয়ার এখনও আঠারো বছর হয়নি। সেটা আমাদের জানা ছিল না। পরিবারের সঙ্গে কথা বলেই এই কথা আমরা জানতে পেরেছি। এই মামলা পকোসো আইনের মধ্যেই পড়ে।'

তিনি জানান, পরিবার ছেলের মৃতদেহে ঘি মাখানোর সময় গায়ে সিগারেটের একাধিক ছ্যাঁকার দাগ দেখতে পেয়েছেন। অমানবিকভাবে যে তাকে মারা হয়েছিল সে দাগ দেখেছেন। এমনকী যৌন নির্যাতন করা হয়েছিল বলেও তাঁরা প্রমাণ পেয়েছেন। তাঁর কথায়, 'অমার্জনীয় অপরাধ হয়েছে। অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।'

যাদবপুরের পড়ুয়ার মৃত্যুতে পদক্ষেপ করতে রাজ্যপালকে চিঠি দিয়েছে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন। চিঠি পাঠানো হয়েছে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকেও। বেআইনি ভাবে কত জন হস্টেলে রয়েছেন, জানতে চাওয়া হয়েছে লালবাজারের কাছে। জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হস্টেলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজও।

পড়ুয়ার মৃত্যুর তদন্তে এখনও পর্যন্ত উঠে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশ সূত্রে খবর, মেন হস্টেলে গেস্ট হিসেবে মনোতোষ ঘোষের ঘরে থাকলেও, অন্য একটি ঘরে চলেছিল তাঁর পরিচয়-পর্ব। হস্টেলে ঢোকার দিন সেই আলাপ-পর্ব শুরু হয় রাত ১০টা বেজে ১০ মিনিট থেকে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মনোতোষ, দীপশেখর ঘোষের মতো পড়ুয়ারা এবং প্রাক্তনী সৌরভ চৌধুরী-সহ আরও কয়েক জন।

যাদবপুরের ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন প্রাক্তন উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুরের ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন প্রাক্তন উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তী। প্রাক্তন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বর্তমান কর্তৃপক্ষকে দুষে বলেন, 'এই যে ঘটনাটা ঘটল, তা হঠাৎ ঘটা দুর্ঘটনা নয়। আমি উপাচার্য থাকাকালীন একগুচ্ছ পদক্ষেপ করেছিলাম যাতে পড়ুয়াদের সুরক্ষা বজায় থাকে। তার মধ্যে ছিল সিসিটিভি বসানো, বহিরাগত প্রবেশ বন্ধ করা, ক্যাম্পাসের মধ্যে মদ-গাঁজা সব বন্ধ করা, প্রতিটি হস্টেলে নজরদারি। হাইকোর্টও তাতে সায় দেয়। পড়ুয়াদের ভালো রাখতেই তো এই কঠোর পদক্ষেপগুলো করা। এর পাশাপাশি ক্যাম্পাসে রাউন্ড দিতাম। অনৈতিক কাজ দেখলে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতাম। নেশার আখড়া বন্ধ করতেই ক্যাম্পাস জুড়ে জোরালো আলো, ফ্লাড লাইট লাগানো। আন্দোলন করে আমাকে সরানোর সঙ্গে সঙ্গে ওই নিয়মগুলোও সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে তুলে দেওয়া হয়েছে। সব সিস্টেমগুলো ডিসমেন্টাল করা হয়েছে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অপদস্ত করা হয়। সেই সময় নেওয়া আমার উদ্যোগকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমার সময় প্রায় সব কিছুই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ক্যাম্পাস একেবারে শুদ্ধ ছিল। আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সব বন্ধ করা হয়। আমি পদত্যাগের পর সব বন্ধ হয়ে গেল। আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অপরাধীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে গেল।'

এরই রেশ ধরে প্রাক্তন উপাচার্য আক্ষেপ করে বলেন, 'সেই সময় কর্তৃপক্ষ যদি পদক্ষেপ করত, ছাত্রনেতারা এই কাজগুলো থেকে বিরত থাকতেন তাহলে এই কাণ্ড ঘটত না।'

এরই রেশ ধরে রাজনৈতিক নেতাদের দুষে অভিজিৎবাবু বলেন, 'আজকের এই ঘটনার জন্য শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষই দায়ী নয়। সেই সময় যে সকল রাজনৈতিক নেতা এবং ছাত্রনেতারা আমার নেওয়া উদ্যোগগুলিকে বন্ধ করে দিয়েছিল তাঁরাও পরোক্ষভাবে দায়ী।' পাশাপাশি এও জানান,'আমি থাকাকালীন অন্তত দুবার করে প্রতি মাসে গিয়ে হস্টেল পরিদর্শন করতাম। বহিরাগতদের অনুরোধ করে বলতাম যাতে চলে যায়। মধ্যরাতেও ঘুরতাম। যাতে অনৈতিক কাজ না হয়।'

এই প্রসঙ্গেই স্পষ্ট ভাষায় অভিজিত চক্রবর্তী এও জানান, 'স্টুডেন্ট পপুলারিটিকে বেস করে একটা বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না। সেক্ষেত্রে ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইডলাইন মানতে হবে যাতে কোনও অনৈতিক কাজ বরদাস্ত করা না হয়।'

স্বপ্নদীপের ঘটনায় যাদবপুরের প্রাক্তন উপাচার্যের আফসোস, তাঁর দেখানো পথে যদি বর্তমান হাঁটত তাহলে এমন ঘটনা ঘটত না। হাইকোর্টের নির্দেশ কর্তৃপক্ষ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে বিশ্বজনীন খ্যাতি থাকা এই পাঁচতারা বিশ্ববিদ্যালয় যাদবপুরের গায়ে কলঙ্কের কালি লাগত না বলে দাবি প্রাক্তন উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তীর।

স্কুলের দরজা বন্ধ করে হকারি নয়, ছাড়তে হবে ১০ ফুট রাস্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্লাস টু-এর ছাত্র সৌরনীলের মৃত্যুর ঘটনায় প্রবল চাপে টনক নড়েছে প্রশাসনের। সরব হয়েছেন বেহালাবাসীও। কারণ, তাঁরা চান না, এমন আর কোনও ঘটনা ঘটুক কলকাতায় যেখানে প্রাণ যায় আর কারও। সেই কারণেই শহরের হকারদের নিয়ে আলোচনার পর টাউন ভেন্ডিং কমিটি জানিয়েছে, স্কুলের গেট আটকে বসতে পারবেন না আর কোনও হকার। দু'দিকেই ১০ ফুট করে রাস্তা ছেড়ে দিতে হবে হকারদের। টাউন ভেন্ডং কমিটির চেয়ারম্যান কলকাতার পুর কমিশনার বিনোদ কুমার। কো চেয়ারম্যান বিধায়ক মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, এবং দেবব্রত মজুমদার।

সম্প্রতি স্কুলে যাওয়ার পথে বেহালায় লরি পিষে দিয়ে যায় ছ'বছরের সৌরনীল সরকারকে। মৃত্যু হয় তার। ঘটনায় গুরুতর আহত হন শিশুটির বাবা সরোজকুমার সরকার। এরপরই বেহালাবাসী অভিযোগ জানান, অধিকাংশ রাস্তায় যেখানে সেখানে বসে পড়ছেন হকাররা। আটকে দিচ্ছেন স্কুলের গেটও। যার জেরে বিপাকে পড়ছে নিত্যযাত্রী থেকে পড়ুয়ারা। একদিকে বাস-লরি, অন্য দিকে হকার। দুই সাঁড়াশি চাপে হাঁটার জায়গা নেই পথচারীদের।

এই অভিযোগে বেহালা উত্তাল হতেই হকার সমস্যা মেটাতে এরপরেই তড়িঘড়ি বৈঠকে বসে টাউন ভেন্ডিং কমিটি। সরকারিভাবে হকারদের ভেন্ডিং লাইসেন্স দেওয়ার কাজ শুরু হয়। নিয়ম জারি করা হয়েছে, লাইসেন্স থাকলে তবেই হকারি করতে পারবেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। তবে সেই শংসাপত্র পাওয়া মানেই যে আজীবন হকারি করতে পারবেন তা নয়। টাউন ভেন্ডিং কমিটির কো চেয়ারম্যান বিধায়ক দেবাশিস কুমার জানিয়েছেন, প্রত্যেক বছর পুর্ননবীকরণ হবে এই লাইসেন্স। যাঁরা নিয়ম মানবেন না তাদের লাইসেন্স আর পুর্ননবীকরণ করা হবে না।

পুরসভা সূত্রে খবর, এই লাইসেন্সে রয়েছে হকারের নাম, কোন এলাকার মধ্যে তিনি হকারি করতে পারবেন, আধার কার্ড নম্বর, কী ধরণের জিনিস বিক্রি করেন, তার উল্লেখ থাকছে লাইসেন্সে। যা লেখা থাকবে তার বাইরে অন্য কিছু বিক্রিবাটা করতে গেলেই বাতিল হবে হকারের লাইসেন্স। হকারি করার জন্য বছরে আটশো টাকা দিতে হবে হকারকে।

এদিকে হকার কমিটির নেতারা জানিয়েছেন, পথচারীদের পাশাপাশি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় নয়া হকার নীতিতে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। শহরের একাধিক স্কুলের গেটের বাইরে হকারদের দৌরাত্ম্য দেখা যায়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী সরকারি হোক বা বেসরকারি প্রতিটি স্কুলের গেটের ডানদিক এবং বাঁদিকে ১০ ফুট করে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে হকারদের।

হকার সংগ্রাম কমিটির শক্তিমান ঘোষ এই প্রসঙ্গে জানান, 'স্কুলের বাচ্চাদের ঢুকতে বেরোতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে হকারদের। টাউন ভেন্ডিং কমিটির একটি টিম শহরের একাধিক স্কুল চত্বর ঘুরে দেখবে। যাঁরা স্কুলের গেট আটকে হকারি করছেন তাদের ভেন্ডিং লাইসেন্স দেওয়া হবে না। শুধু তাই নয় ফিতে দিয়ে মাপা হবে শহরের ফুটপাথ। প্রতিটি ফুটপাথের এক-তৃতীয়াংশ জায়গা নিয়ে বসতে পারবেন হকাররা।' একইসঙ্গে হকার জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির নেতা অসিত সাহা জানান, 'শুধু স্কুল নয়, যেকোনও অফিস, ব্যাঙ্কেরও দু'দিকে ১০ ফুট করে জায়গা ছাড়তে হবে হকারদের।'

খালে দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খড়দার রহড়া থানার পানশিলা খাল থেকে রবিবার এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম সুরজিৎ চন্দ (২৭)। খড়দার বন্দিপুর ইয়ং স্টার ক্লাব সন্নিহিত এলাকায় তাঁর বাড়ি। শুক্রবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন ওই যুবক। এদিন সকালে স্থানীয়রা ওই

যুবকের মৃতদেহ খালের জলে ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই ওই যুবকের মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কোনওভাবে খালের জলে পড়ে গিয়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

হিডকোর জমি দুর্নীতি মামলায় মথুরা থেকে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিউটাউন হিডকো জমি দুর্নীতি মামলায় দুই জনকে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর গোয়েন্দা শাখার পুলিশ, এমনটাই খবর বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে। মথুরা থেকে গ্রেপ্তার করে এবং ট্রানজিট রিমান্ডে আনা হয়েছে কলকাতায়। রবিবার এই অভিযুক্তদের নিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে এসে পৌঁছয় বিধাননগর গোয়েন্দা শাখার পুলিশ।

বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে খবর, নিউটাউন জমি দুর্নীতি মামলার দুই অভিযুক্ত উত্তরপ্রদেশে পালিয়েছে, খবর ছিল গোয়েন্দাদের কাছে। এরপরেই বিধাননগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার আধিকারিরকরা পৌঁছন সেখানে। গ্রেপ্তার করা হয় দু'জনকে।

বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিডিডি বিশ্বজিৎ ঘোষ জানান, হিডকো জমি দুর্নীতি নিয়ে মোট ১০টি অভিযোগ হয়েছে। অধিকাংশ অভিযোগ দায়ের হয় নিউটাউনের টেকনোসিটি থানায়। এছাড়া লেকটাউন থানা এবং বিধাননগর দক্ষিণ থানাতেও দায়ের করা হয় অভিযোগ। ঘটনাগুলির তদন্তে নেমে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে আসে তদন্তকারীদের।

জমি কেনা বেচার নামে এক বড় অপরাধ চক্র গজিয়ে উঠেছে, সামনে আসে এমন তথ্যও। ঘটনায় প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয় তন্ময় নায়েক নামক এক ব্যক্তিকে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কয়েকজনের নাম পায় পুলিশ। এই তালিকায় দু'জনের নাম ছিল এফআইআর-এ। তাদের পাকড়াও করার জন্য বিধাননগর গোয়েন্দা শাখার স্পেশাল টিমকে পাঠানো হয় উত্তরপ্রদেশে। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় সুদীপ্ত রায় সহ আরও একজনকে।

এদিকে গোটা ঘটনার তদন্ত করছে বিধাননগর গোয়েন্দা শাখার পুলিশ। তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে বিধাননগর কমিশনারেটের তরফে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত তদন্তে বেশ কিছু নাম উঠে এসেছে। আর তার প্রেক্ষিতেই পুরো তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এরপর ধীরে ধীরে তদন্ত অগ্রগতি হয় এবং মূল অভিযুক্তদের ভিন রাজ্যে পালিয়ে যাওয়ার তথ্য সামনে আসে। অভিযুক্ত দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এই ঘটনায় আরও নতুন তথ্য উঠে আসতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। একইসঙ্গে এই ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও মাথা রয়েছে কিনা তা জানারও চেষ্টা চলছে।

বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে খবর, নিউটাউন জমি দুর্নীতি মামলার দুই অভিযুক্ত উত্তরপ্রদেশে পালিয়েছে, খবর ছিল গোয়েন্দাদের কাছে। এরপরেই বিধাননগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার আধিকারিরকরা পৌঁছন সেখানে। গ্রেপ্তার করা হয় দু'জনকে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিডিডি বিশ্বজিৎ ঘোষ জানান, হিডকো জমি দুর্নীতি নিয়ে মোট ১০টি অভিযোগ হয়েছে। অধিকাংশ অভিযোগ দায়ের হয় নিউটাউনের টেকনোসিটি থানায়। এছাড়া লেকটাউন থানা এবং বিধাননগর দক্ষিণ থানাতেও দায়ের করা হয় অভিযোগ।

উপাচার্য না সংগঠন, যাদবপুরে ক্ষমতার চাবিকাঠি কার হাতে!

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা: প্রায় ১০ বছরে পা দিতে যাচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হোক কলরব' আন্দোলন। স্বপ্নদীপের বিয়োগান্তক প্রয়াণের পর সামাজিক মাধ্যমে মাঝে মাঝেই ফের দাবি উঠছে সেরকম আন্দোলনের। যাতে দোষীদের প্রকৃত শাস্তি হয়।

২০১৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের যাদবপুরে শুরু হয়েছিল এই আন্দোলন। এক ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়েরই কিছু ছাত্রের বিরুদ্ধে তাঁর উপর শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনেন। একটি সংগঠনের অভিযোগ ছিল, কর্তৃপক্ষ সেই বিষয়টির যথাযথ গুরুত্ব দেননি। অন্যদিকে উপাচার্য ডঃ অভিজিৎ চক্রবর্তীর বক্তব্য, অভিযোগ অসত্য। তিনি যাদবপুরের পড়ুয়াদের বিশৃঙ্খল পরিবেশে লাগাম দিতে চেয়েছিলেন। এই সঙ্গে ইউজিসি-র নির্দেশিকা মেনে বসিয়েছিলেন কিছু সিসিটিভি। আনতে চেয়েছিলেন শৃঙ্খলা।

কয়েকদিনের মধ্যে ছাত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। মাস চার ধরে চলে অশান্তি। লাগাতার ঘেরাও হন উপাচার্য ও কিছু শীর্ষ আধিকারিক। ১৭ সেপ্টেম্বর রাতে পুলিশি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। পরিস্থিতি এমন জায়গায় যায়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আচমকা যাদবপুরে যান। পদত্যাগে বাধ্য হন উপাচার্য।

এর আগেও যখনই যাদবপুরের পড়ুয়াদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা হয়েছে, তাঁদের একাংশ বাধা দিয়েছেন। ২০১০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সিসিটিভি বসানো ও পড়ুয়াদের পরিচয়পত্র ঝোলানোর নির্দেশের প্রতিবাদে তাঁরা ঘেরাও করেন তৎকালীন উপাচার্য প্রদীপনারায়ণ ঘোষকে। টানা ৫২ চলে এই ঘেরাও। অচিরেই পদত্যাগ করেন প্রদীপবাবু।

যাদবপুরে ছাত্র ইউনিয়নের রোষে পড়ে একই অবস্থা হয় উপাচার্য শৌভিক ভট্টাচার্যর। ২০১৩-র সেপ্টেম্বর মাসে। সাসপেন্ড হওয়া দুই পড়ুয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে ৫০ ঘন্টার ওপর ঘেরাও হন তিনি। মাসখানেক বাদে তিনি পদত্যাগে বাধ্য হন। এরপর অভিজিৎবাবুর কথা শুরুতেই লিখেছি। বাস্তবে যাদবপুরের পরিস্থিতি এমন, কোনও উপাচার্য সাপের ল্যাজে পা দিতে চান না। ছাত্র সংগঠন এবং সরকারের সঙ্গে আপোষ করে চলেন। তৃতীয় শক্তি এলে পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নিতে হয় উপাচার্যকে। যেমন, রাজ্যপাল থাকাকালীন জগদীপ ধনখড় কয়েক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে যে অবস্থা তৈরি হয়েছিল, তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে যান উপাচার্য। তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। অনেকের দাবি, ওটা ছিল তাঁর কৌশলি নাটক।

হোক কলরবের বলি অভিজিৎবাবুর কুর্সিতে বসে প্রথম দিনই মন জয় করে ফেললেন ডঃ সুরঞ্জন দাস। ২০১৫-র ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি জানালেন তাঁর সচিবালয় এবং কিছু জায়গা থেকে সিসিটিভি সরিয়ে দেওয়া হবে। সরিয়ে দেওয়া হবে তাঁর পূর্বসূরির বসানো বৈদ্যুতিন তালা। কারণ, তিনি মনে করেন সর্বদা পড়াশোনার জায়গা হবে বিতর্কের স্থান। সর্বদা খোলা থাকবে তাঁর চেম্বার। চান 'মুক্ত আকাশ'। পড়ুয়ারা অপছন্দ করতে পারে, এমন কোনও পদক্ষেপে যাননি সুরঞ্জনবাবু। সম্প্রতি তিনি এখানে কার্যকালের মেয়াদশেষে গিয়েছেন বেসরকারি এক বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ছাত্রমৃত্যু নিয়ে শোরগোলের মধ্যেই ল্যাপটপ চুরি যাদবপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু ও র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ নিয়ে সংবাদ শিরোনামে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের হস্টেলে হল চুরি। সূত্রের খবর, চুরি গিয়েছে একাধিক পড়ুয়ার ল্যাপটপ, মোবাইল। হস্টেলের মধ্যে এভাবে চুরি কী করে হয়, প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে নিরাপত্তা নিয়েও।

সূত্রের খবর, রবিবার ভোরে আনুমানিক ৫ টা ৩০ মিনিট নাগাদ চুরির ঘটনা ঘটে। দুটো ল্যাপটপ ও ৪টি মোবাইল ফোন চুরি হয়েছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, শারীর শিক্ষা বিভাগের ছাত্রাবাসে ছিল না কোনও নিরাপত্তারক্ষী। তবে রবিবার চুরির ঘটনার পর কর্তৃপক্ষর তরফে একজন নিরাপত্তারক্ষীকে মোতায়েন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই চুরির ঘটনায় যাদবপুর থানায় দায়ের করা হয়েছে অভিযোগ। পড়ুয়াদের বক্তব্য এই প্রথমে হস্টেলে এমন চুরির ঘটনা ঘটেছে।

কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষী বলেন, 'আমি শুনেছি এখানে ল্যাপটপ, মোবাইল চুরি গিয়েছে। পড়ুয়ারা বলছে আজ ভোরের দিকে এই চুরি হয়েছে। এতদিন নিরপত্তারক্ষী থাকত না এখানে। আজকে চুরির পর থেকে আমায় এখানে রাখা হচ্ছে।' হস্টেলের এক পড়ুয়া জানান, রবিবারা সকালবেলা সিনিয়র দাদা বলেন যে ফোন, ল্যাপটপ পাওয়া যাচ্ছে না। সকলকে নীচে ডাকা হল। এরপর আরও অনেকেই জানাল তাদের ফোন ল্যাপটপ পাওয়া যাচ্ছে না। এবার এখানে গরিব পরিবার থেকে আসেন। তাঁদের কাছে ফোন-ল্যাপটপ চুরি যাওয়া মানে অনেক কিছুই হারানো। যাঁদের চুরি হয়েছে তারা সকলেই থানায় গিয়েছেন। তবে হস্টেলে আগে থেকে কোনও সিসিটিভি বা নিরাপত্তারক্ষী ছিল না।

প্রসঙ্গ নদিয়ার বগুলা থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া স্বপ্নদীপের মৃত্যু নিয়ে রীতিমতো চাপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তিন জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। এর মধ্যে চুরির ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই বিড়ম্বনা বেড়েছে।

সম্পাদকীয়

শুধু গালভরা আশ্বাস নয়, সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাইছে মণিপুরবাসী

জনসংখ্যার নিরিখে মাত্র কয়েক লক্ষ মানুষের বাস মণিপুরে গত তিনমাসের ঘটনার ৬৫০০টি এফআইআর হয়েছে, অন্তত চার হাজার বাড়ি ভেঙেছে, ৬০ হাজারের বেশি মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন, মৃত্যু হয়েছে ২০০ জনের, আহত কয়েক হাজার। সরকার দায় এড়াচ্ছে। অথচ এই রাজ্যেই বিভিন্ন থানা থেকে নাকি লুট হয়েছে পাঁচ হাজার আগ্নেয়াস্ত্র, ৬ লক্ষ বুলেট। অসংখ্য মহিলার ইজ্জতও লুট হয়েছে। এ কোনও গৃহযুদ্ধ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ছবি নয়। মোদির গর্বের 'ডাবল ইঞ্জিন' শাসিত রাজ্যে দুই জনগোষ্ঠীর দাঁতে দাঁত চেপে লড়াইয়ের ঘটনা, যা দেখে-শুনে জেনে আঁতকে উঠেছে গোটা দেশ। এমন হাড়হিম করা রাজ্যে কেন দেশের প্রধানমন্ত্রীর পা পড়েনি, বৃহস্পতিবারের আগে পর্যন্ত কেন অশান্ত মণিপুর নিয়ে একটি বাক্যও খরচ করেননি প্রধানমন্ত্রী, কেন তিনমাস ধরে মণিপুরে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফেরাতে ব্যর্থ হল কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য, কেন সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন না, দুই গোষ্ঠীর বিরোধের আসল কারণ কী;দেশের মানুষের এবং বিরোধীদের এমন সঙ্গত কিছু জ্বলন্ত প্রশ্ন ছিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে। দাম্ভিক, আমিত্বসর্বস্ব প্রধানমন্ত্রী এসব প্রশ্নের উত্তরের ধারকাছ দিয়েও যাননি। তিনি শুনিয়েছেন কয়েকটি আপ্তবাক্য; 'আমি মণিপুরবাসীকে আশ্বস্ত করছি, দ্রুত সেখানে শান্তি ফিরবে। সে রাজ্যের মা-বোনেদের বলতে চাই, গোটা দেশ ও সংসদ আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। কেন্দ্র-রাজ্য দোষীদের শাস্তি দিতে সবরকম ব্যবস্থা নিচ্ছে। মণিপুরে দ্রুত শান্তির সূর্য উঠবেই।' সেই মোদিসুলভ প্রতিশ্রুতি, যা ভবিষ্যতের গর্ভে রয়েছে। কিন্তু মণিপুর 'অ্যাকশন' চায়, দায়হীন প্রতিশ্রুতি নয়। ট্রাজেডি হল, সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী যখন মণিপুরের মা-বোনেদের পাশে থাকার গালভরা আশ্বাস দিচ্ছেন, তখন সেই রাজ্যের চূড়াচাঁদপুরের এক মধ্যবয়সি মহিলা ভয়াবহ গণধর্ষণের অভিযোগ সামনে আনলেন। বিরোধীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থেই ইচ্ছাকৃতভাবে মণিপুরের পরিস্থিতি জিইয়ে রাখা হয়েছে। গত তিনমাসে প্রধানমন্ত্রী দেশে-বিদেশের নানা জায়গায় গিয়েছেন, কিন্তু কেন একবারের জন্যও মণিপুর গেলেন না? এই রাজ্যে আফিম চাষের ব্যবসা রক্ষার লড়াইয়ের সঙ্গে বনাঞ্চলের জমি নিয়ে লড়াই চলছে। এইসব সমস্যাতেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের রং লেগেছে। আর সমস্যা সমাধানের পথে না হেঁটে শাসক দলের কুশীলবরা রাজনৈতিক লাভালাভের অঙ্ক কষছেন। শান্তি, অতএব মোদির প্রতিশ্রুতির মতোই দূরঅস্ত। লক্ষ্য, ২০২৪-এর ভোট। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণই তার প্রমাণ। বিরোধীদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে সংসদে দাঁড়িয়ে ভোটের দামামা বাজিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, '২০২৪ সালে রেকর্ড ভেঙে জিতব আমরাই'। এমন আত্মবিশ্বাস দেখালেও জোট 'ইন্ডিয়া' যে তাঁর উদ্বেগ, মাথাব্যথার কারণ সেটা কিন্তু আড়াল করা গেল না।

জন্মদিন

আজকের দিন

কুলদীপ নায়ার

১৯২৩ বিশিষ্ট সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারের জন্মদিন।
১৯৫৭ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জনি লিভারের জন্মদিন।
১৯৮৩ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সুনীধি চৌহানের জন্মদিন।

ভারতীয় কৃষি ও কৃষিজীবীদের ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র

মনসুখ মাণ্ডব্য
ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী

২০২২-২৩ অর্থ বছরের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী দেশের প্রায় ৬৫ শতাংশ মানুষের বাস দেশের গ্রামাঞ্চলে। তাঁদের মধ্যে আবার ৪৭ শতাংশ মানুষ জীবিকার্জনের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষি হল একটি সুনির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক প্রক্রিয়া যাতে সর্বোচ্চ মাত্রায় উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার স্বার্থে প্রয়োজন সঠিক সময়ে সঠিক কৃষি উপকরণের যোগান। কারণ, কৃষিকর্মের ক্ষেত্রে কৃষি উপকরণ হল অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী। তাই, এই সমস্ত উপকরণের সুদক্ষ যোগান ও পরিষেবা কৃষি থেকে আয় ও উপার্জন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভারতে কৃষি উপকরণ ও তার পরিষেবা বিভিন্ন পরিসরে বিভক্ত। শুধু তাই নয়, বীজ, সার, কীটনাশক এবং কৃষি উপকরণ সরবরাহের জন্য পৃথক পৃথক ডিলার বা বিক্রেতাও রয়েছেন। তাঁরা নিজের নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থে সব সময়েই কাজ করে চলেছেন। এছাড়া, জমির মাটি, বীজ, সার এবং কৃষক-কেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য কৃষকদের কাছে পৌঁছে যায় বিভিন্ন এজেন্সি বা সংস্থা মারফৎ এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্নভাবে পরিষেবা প্রদান করা হয়। তবে, কৃষকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এটি প্রযুক্তি-নির্ভর একটি সার্বিক তথ্য পরিষেবা নয়।

এর একমাত্র সমাধান হল সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে এবং সরকারি সহায়তায় একটিমাত্র ছাতার তলায় নিয়ে এসে সমগ্র ব্যবস্থার রূপান্তর প্রচেষ্টা। এটি হওয়া প্রয়োজন এমন একটি ব্যবস্থা যাতে কৃষকরা সহজেই তাঁদের আস্থা স্থাপন করতে পারেন এবং সেইমতো তাঁদের কৃষিকাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। অতীতে বেসরকারিভাবে কৃষকদের প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ এবং পরিষেবাদানের জন্য কিছু কিছু মডেল 'আমব্রেলা সেন্টার' গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো না কোনো কারণে সেই চেষ্টা অসফল থেকে যায়।

এই পরিস্থিতিতে 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র' (পিএমকেএসকে) একটি সার্বিক সমাধানের উপায় হয়ে উঠতে পেরেছে। কারণ, এই কেন্দ্র হল সার সরবরাহের ক্ষেত্রে এমন একটি খুচরো বিপণন কেন্দ্র যেখানে কৃষকদের প্রায়ই যাতায়াত করতে হয়। এই বিষয়টিকে চিন্তা করেই 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র' স্থাপনের উদ্যোগ সরকারিভাবে গ্রহণ করা হয়। শুধু তাই নয়, কৃষকদের স্বার্থ ও প্রয়োজনের কথা মনে রেখে এই একটিমাত্র কেন্দ্র থেকে তাঁদের কাছে কৃষিকর্মের উপযোগী যাবতীয় সামগ্রী ও পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। মোদী সরকারের উদ্যোগে এই কর্মসূচি গ্রহণের পর থেকে দেশের কৃষিক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক রূপান্তর দেখা গেছে। কৃষকদের ক্ষমতায়ন এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির সূচনা। এই একটিমাত্র কেন্দ্র থেকে খুব সহজ ও সরলভাবে কৃষি উপকরণ ও তথ্যের যোগান এবং পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করার ফলে তা কৃষকদের জীবনে যেমন এক বিশেষ পরিবর্তন এনে দিয়েছে, সেইসঙ্গে জাতির অগ্রগতির পথে তা এক উল্লেখযোগ্য অবদানের নজিরও সৃষ্টি হয়েছে।

পিএমকেএসকে-এর আওতায় ২ লক্ষ ৮০ হাজারের মতো খুচরো সার বিক্রয় কেন্দ্র ক্রমশ কৃষকদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর একটিমাত্র বিপণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। সার, বীজ, কীটনাশক, ক্ষুদ্র কৃষি ব্যবস্থার উপযোগী যন্ত্রপাতি ও উপকরণ, এমনকি ড্রোন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে। ড্রোনের সাহায্যে খুব সহজে এবং সুবিধাজনক উপায়ে কৃষিক্ষেত্রে সার ও কীটনাশক স্প্রে করার ব্যবস্থা রয়েছে। পিএমকেএসকে-এর আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, এই কেন্দ্রগুলিতে কৃষিজমির মাটি ও বীজ পরীক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে। এর ফলে নিজের নিজের কৃষিক্ষেত্রের মাটি সম্পর্কিত যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহের পর কৃষকরা তাঁদের কৃষিকর্ম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছেন এবং অধিকতর ফলনের উপায় সম্পর্কে তাঁরা জানতেও পারছেন অনেক কিছু। প্রাপ্ত সহায়সম্পদকে কিভাবে সর্বোচ্চ মাত্রায় ব্যবহার করা যেতে পারে, সে সম্পর্কেও তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করছেন এই কেন্দ্রগুলি থেকে। ফলে, সহায়সম্পদের দিক থেকে এক দক্ষ কৃষি ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব বর্তমান ভারতে। পিএমকেএসকে-গুলির কাজ কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এই কেন্দ্রগুলি হল প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের জ্ঞানভাণ্ডার যেখান থেকে শস্য ও শস্য উৎপাদন এবং কৃষক-বান্ধব সরকারি কর্মসূচি সম্পর্কে কৃষকরা অনেক তথ্যই সংগ্রহ করতে পারেন। ফলে, কৃষি সম্পর্কিত তথ্যের যাবতীয় অভাব এইভাবেই দূর করা সম্ভব হয়েছে। এই ব্যবস্থাকে কৃষকদের ক্ষমতায়ন প্রচেষ্টা বললেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ এই উদ্যোগের ফলে একদিকে যেমন তাঁদের দক্ষতার বিকাশ ঘটে, অন্যদিকে তেমনই তাঁদের আয় ও উপার্জনও তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হয়ে উঠতে পারে।

এক কথায়, পিএমকেএসকে-গুলি এমনই একটি কৃষক-বান্ধব উদ্যোগ যা দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবি মানুষের জীবনকে সহজতর করে তুলতে পারে। একদিকে উন্নততর কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং অন্যদিকে সার্বিক সমৃদ্ধি , এই দুইয়ের মেলবন্ধনে দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের জীবনে আসতে চলেছে এক বিশেষ রূপান্তর।

সাম্প্রতিক কিছু উদ্যোগ ও ব্যবস্থা 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র'গুলির সাফল্যকে প্রতিফলিত করে। এ বছর ২৭ জুলাই রাজস্থানের শিকার-এ 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মেলন' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১ লক্ষ ২৫ হাজার পিএমকেএসকে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। সারা দেশের প্রায় ২ কোটি কৃষিজীবির অংশগ্রহণ একথাই প্রমাণিত করেছে যে সরকারি এই উদ্যোগ কৃষকদের জীবনে এক ইতিবাচক রূপান্তরের সূচনা করেছে।

শুধু তাই নয়, এই উদ্যোগ ও কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকেই ঐক্যবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। একইসঙ্গে, এই বৈপ্লবিক রূপান্তর প্রচেষ্টায় তাঁরা গর্বও অনুভব করেন। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এই পিএমকেএসকে-গুলিতে ইতিমধ্যেই আরও বেশি সংখ্যক কৃষক যাতায়াত করছেন। মোটামুটিভাবে তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ। এই কেন্দ্রগুলির সার্বিক পরিবেশ থেকে শুরু করে কৃষি উপকরণ সম্পর্কিত যাবতীয় যোগান ব্যবস্থায় কৃষকরা এক কথায় খুশি। এই কেন্দ্রগুলি থেকে ন্যানো ইউরিয়া সারের বিপণনও বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ কোটির মতো। ড্রোন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত শিল্পোদ্যোগীরাও এই কেন্দ্রগুলির সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করার সুবাদে আরও বেশি পরিমাণে এবং উন্নত উপায়ে সার ও রাসায়নিক স্প্রে করার সুযোগ পাচ্ছেন। বিভিন্ন রাজ্য, কিষাণ বিকাশ কেন্দ্র এবং ডিলার তথা খুচরো বিক্রেতাদের মধ্যে এক চমৎকার মেলবন্ধনও গড়ে উঠেছে। ফলে, পারস্পরিক তথ্য বিনিময় ও পরিষেবা প্রদানের কাজ সহজ হওয়ার পাশাপাশি ইতিবাচকও হয়ে উঠেছে।

এই পরিস্থিতিতে পিএমকেএসকে-গুলিকে কৃষকদের ক্ষমতায়ন প্রচেষ্টায় একটি 'গেম চেঞ্জার' বললেও অত্যুক্তি হবে না। জাতির অর্থনীতির মূল মেরুদণ্ডকে আরও শক্তিশালী করে তোলার ক্ষেত্রে পিএমকেএসকে-এর ভূমিকা অনবদ্য। কৃষি উপকরণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য ও জ্ঞান পরিষেবা ব্যবস্থাকে সহজতর করে তোলা, আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদের কাছে তথ্যের যোগান এবং কৃষি প্রচেষ্টাকে নিরন্তর করে তোলার মাধ্যমে এই কেন্দ্রগুলি সমৃদ্ধির এক নতুন বাতাবরণ গড়ে তুলতে পেরেছে। সরকারের উদার ও অনুকূল সহায়তা এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সার্বিক ও সমবেত প্রচেষ্টায় এই কেন্দ্রগুলি ইতিবাচক পরিবর্তনের দিশারী হয়ে থাকার পাশাপাশি জাতির কৃষি-অর্থনীতিকে আরও জোরদার করে তোলার মাধ্যমে কৃষক বন্ধুদের স্বনির্ভর হয়ে ওঠার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মুখোমুখি হওয়ার অনন্য সব স্মৃতি

পল্লব মিত্র

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার কয়েকবছর পরেই আমার জন্ম। ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বড় হবার সুবাদে ছোট থেকেই বাবা ইতিহাসবিদ সুধীরকুমার মিত্রর কাছে আসা যাওয়া ছিল বিশিষ্ট সব স্বাধীনতা সংগ্রামী ও লেখককুলের। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতিতে বাবা লিখেছিলেন বেশকয়েকটি বাংলায লেখা অনন্য সব জীবনী গ্রন্থ। আমাদের বাপুজী থেকে নেতাজি সুভাষ, মহাবিপ্লবী রাসবিহারী থেকে কানাইলাল দত্ত বা প্রফুল্ল চাকী থেকে বাঘা যতীন, ১৫০ থেকে ২০০ পাতার এই জীবনী গ্রন্থগুলি স্বাধীনতার পরেই উৎসাহী পাঠকদের কাছে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। প্রায়শই কালীঘাটের বাড়িতে ছয় দশক আগে আসতে দেখেছি স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাংসদ দ্বীজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত, চুঁচড়ার বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার, শ্রমিকনেতা নির্মল সেন, বিপ্লবী হামিদুল হক, সিরাজুল হক, রাধারমন মিত্র, শৈলেশ দে সহ বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী। মূলত নানান তথ্যর সন্ধানেই এরা বাবার কাছে আসতেন। বলে রাখা ভালো সুধীর কুমার মিত্র কখনো সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তাই পরাধীনতার সময় তিনি কোন দিন জেলেও যাননি। হঠাৎ একদিন দেশ স্বাধীন হয়ে জাতীয় পতাকা উড়তে দেখে গভীর ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে ইতিহাসের মানুষ হিসাবে তার সাধ্যমত লিখে ফেললেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সহজ তথ্যবহুল জীবনী। অবশ্যই বাবার সূত্রেই বহু বিপ্লবী বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বাড়িতে আসা বা নানান কারনে সভাসমিতিতে বাবার সঙ্গী হয়ে রাজ্যর বিভিন্ন প্রান্তে একটানা তিনদশক ধরে তার সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন সভায় তার থেকে সান্নিধ্য পেয়েছি প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রফুল্লচন্দ্র সেন বা জননেতা অতুল্য ঘোষ মহাশয় এর।

১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ সাল মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে ও পরবর্তী সময়ে ৬সি মিডলটন স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে প্রতিবছরই ১০ এপ্রিল প্রফুল্লচন্দ্র সেনের জন্মদিন উপলক্ষ তার প্রয়াণের আগের বছর পর্যন্ত নিয়মিত আমি সকালে গিয়ে তাকে প্রণাম করে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসতাম কালীঘাটে আমাদের বাড়ির অদূরে আমৃত্যু থাকতেন চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠনের অমর বিপ্লবী গনেশ ঘোষ। হাজরা রোড সংলগ্ন যদু ভট্টাচার্য লেনে, আর আমাদের বাড়ির সামনের দিকে কেওড়াতলা শ্মশানের বিপরীতে রজনী ভট্টাচার্য লেনে আমৃত্যু বাস করতেন অমর বিপ্লবী হেমচন্দ্র সেন। কালীঘাটের আশেপাশেই যতীন মুখার্জি রোডে বাস করতেন স্বাধীনতা সংগ্রামী কালীচরন ঘোষ। আবার ইন্দিরা সিনেমার পাশেই ইন্দ্র রায় রোডে বাস করতেন নেতাজির সহকর্মী সত্যরঞ্জন বক্সী। আমাদের বাড়ির পাশেই হালদার পাড়া রোডে সপরিবারে থাকতেনবিপ্লবী অমলেন্দু বাগচী। সত্তর এর দশকের গোড়া থেকেই কলকাতা ও মুম্বাইতে চাকরির সূত্রে বিভিন্ন সময় এদিক ওদিক থাকলেও নিছক ব্যক্তিগত আগ্রহেই সেই যুবক বয়সেই আমি সুযোগ পেলেই হাজির হতাম স্মরণীয় এই সব মহান ব্যক্তিদের সান্নিদ্ধের আশায়। তাদেরই ঘরে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা চা খেতে খেতে প্রশ্ন করেছি তাদের নানান ফেলে আসা দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা। বলে রাখা ভালো সকলেই ছিলেন আমার পিতৃতুল্য বা আরও বড় বয়সে। স্বাভাবিক কারনেই বাবার সূত্রেই ঐ সমস্ত বিরাট মাপের মানুষরা অপার স্নেহে আমার মত একজন তরুনের নানান খুঁটিনাটি প্রশ্নের উত্তর দিতে কখনো বিরক্ত হতে দেখিনি। সকলেই নানান বই এর কথা উল্লেখ করতেন, বলে দিতেন সুযোগ পেলেই এই সব বই পড়ে নিও। তাহলে আরও বিশদে জানতে পারবে স্বাধীনতা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য কাহিনী।

১৯৪৮ সালে বাবা লিখেছিলেন ১০০০ পাতার বিশাল গ্রন্থ 'হুগলী জেলার ইতিহাস'। সেই গ্রন্থেও বিস্তারিত ভাবে হুগলী জেলার বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবীদের কথা আলোচিত হয়েছে। বিজয় মোদক থেকে প্রাণতোষ ঘটক ও হুগলী জেলার আরও বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে বিভিন্ন সময় পরিচয় ঘটেছে। নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার মধ্যে প্রধান চন্দননগরের প্রবর্তক সংঘের বিভিন্ন অনুষ্ঠান। মতিলাল রায়কে চোখে দেখিনি, কিন্তু উনি বাবাকে খুবই স্নেহ করতেন। তার লেখা বহু চিঠি আমি আজও সযত্নে রক্ষা করছি। সেই প্রবর্তক সংঘের প্রধান বিপ্লবী ছিলেন অরুন দত্ত। বেশ মনে আছে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স এর একটি অনুষ্ঠানে অরুন দত্তর মুখ থেকে শুনেছিলাম স্বাধীনতা আন্দোলনে তার দেখা বা জানা রোমহর্ষক কাহিনীর কথা। পারিবারিক বা আঞ্চলিক সূত্রে স্মরণীয়দের কথা প্রথম পর্বে কিছুটা উল্লিখিত হল। ইতিহাসবিদ নিশীথরঞ্জন রায়ের সহযোগী হিসাবে এবং দু'দশক তার নিত্যসঙ্গী হিসাবে আমিও প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম থিয়েটার রোডের ইনস্টিটিউট অফ হিস্টোরিকাল স্টাডিজ প্রতিষ্ঠান এর সঙ্গে। অধ্যাপক রায় ছিলেন ওই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। নানা ধরনের ইতিহাসভিত্তিক নিয়মিত অনুষ্ঠান ছাড়াও রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় নেওয়া হত বিভিন্ন ইতিহাসের প্রজেক্ট। বেশ মনে আছে ১৯৯০ সালে জীবিত ও প্রত্যক্ষ বাঙালি বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা টেপ রেকর্ডে বন্দী করা হয়েছিল একটি বিশেষ প্রজেক্টের জন্য। খোঁজ পরে গেল চারিদিকে জীবিত বিপ্লবীদের সন্ধানে । নিয়মিত নিশীথরঞ্জন রায় ও আমি কলকাতা শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত ছুটে যেতাম বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বাড়িতে। তাদের আমন্ত্রন পত্র হাতে তুলে দিয়ে তাদের কথামত তারিখ নির্ধারণ করে ইনস্টিটিউটের গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে আসা হত তাদের। তারপর কয়েক ঘন্টা ধরে একটি ঘরে টেপরেকর্ডারে তুলে রাখা হত এইনসব বিপ্লবীদের ফেলে আসা জীবনের নানা কর্মকাহিনী। উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতা এমনকি বেহালা গড়িয়া প্রভৃতি স্থানেও খুঁজে খুঁজে আমরা সন্ধান চালাতাম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের। প্রায় দুমাস ধরে সপ্তাহে তিন-চারদিন দুপুর তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত হাজির করা হত দুজন সংগ্রামীকে। আমার উপর দায়িত্ব ছিল এই সমস্ত শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সংগ্রামীদের বাড়ি গিয়ে তাদের ইনস্টিটিউটের গাড়ি করে আনা ও অনুষ্ঠানের শেষে যথাযথ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। আমার এক দুর্লভ সুযোগ ঘটে গেল ৩২ বছর আগে জীবিত প্রবীণ সব বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যয় আসা। তাদের মুখের নানান ঘটনার কথা আজও আমার স্মৃতি পটে উজ্বল হয়ে আছে। সমস্ত নাম হয়তো এতদিন পরে ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু এটাও ঠিক গনেশ ঘোষ, সত্যরঞ্জন বক্সী, কালীচরন ঘোষ, সুনীল দাশ, সুশীল ধারা, পূর্ণেন্দুপ্রকাশ ভট্টাচার্য, কল্পনা যোশী, কমলা মুখার্জি এবং মেদিনীপুর হুগলী, হাওড়া ও দুই ২৪ পরগনার বেশ কিছু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাজির করা হয় ওই ইনস্টিটিউটে, ওই প্রজেক্টের কাজে দিনের পর দিন সেই সমস্ত শ্রদ্ধেয় স্মরণীয় ব্যক্তিত্বদের কাছে যাওয়া ও তাদের বাড়িতে সহজ-সরল অথচ দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় পেয়েছিলাম তিন দশক আগে। দুঃখের কথা বহুদিন আগেই সকলেই প্রয়াত কিন্তু আমার মনে এক উজ্বল স্মৃতি আজও উকি ঝুঁকি দেয়। অন্তরের শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায় ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই বীর সেনানীদের উদ্দেশ্যে।

২০০৩ সালে আনন্দবাজারের কলকাতা কড়চা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী আমাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে যুক্ত করেছিলেন আরও চারজন প্রতিবেদকের সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে বিশেষ কিছু বিষয়ে মূলত ঐতিহাসিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী, কবি, সাহিত্যিক, এবং আঞ্চলিক ইতিহাস ও প্রত্নতত্ব বিষয়ক নানান আইটেম লেখার ভার পরেছিল আমার উপর। বলতে দ্বিধা নেই, একটানা ১৮ বছর ধরে শত শত আইটেম "প্রোফাইল" লেখার সূত্রে আমার দুর্লভ সুযোগ ঘটেছিল প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী বা সশস্ত্র আন্দোলনের বিপ্লবীদের মুখোমুখি বসে তাদের জীবনকাহিনী বিস্তৃতভাবে শোনার এবং তা প্রকাশিত হত সচিত্র প্রোফাইল। মূলতঃ ১৫ আগষ্ট, ৩০ জানুয়ারি, ২ অক্টোবর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দিনগুলির আগের সোমবারের কড়চায় প্রকাশিত হয়েছিল অসংখ্য প্রতিবেদন। করোনার পর ঐ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আজও স্মৃতিপটে মাঝে মাঝে উকিঁ দেয় স্মরণীয় সেই সব ব্যাক্তিগত সান্নিধ্যর স্মৃতি। বিস্তারিত নাম উল্লেখ করে আর লেখার কলেবর বৃদ্ধি করব না। কিন্তু একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই কড়চার লেখার সূত্রেই আমি দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলাম স্মরণীয় মানুষদের মুখোমুখি বসার।

১৯৭৪ সালে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের একটি অনুষ্ঠানে সভাপতি রাজা বীরেন্দ্রনারায়ন রায় এর সঙ্গে কয়েকদিন দিল্লিতে থাকতে হয়েছিল। বীরেনবাবু মেদিনীপুরের খ্যাতনামা ব্যাক্তি। তার ব্যাক্তিগত পরিচয় ছিল মেদিনীপুরেরই সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামী সতীশচন্দ্র সামন্তর সঙ্গে। ৫০ বছর আগে ৭নং ইলেকট্রিক লেনের সতীশচন্দ্র সামনন্তর দিল্লির বাড়িতে গিয়ে আমি তাকে প্রণাম করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তখন তিনি ছিলেন লোকসভার সাংসদ। এই মানুষটির কাছে আমি জানি ১৯৪২ সালের স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকার গঠনের নেপথ্যরে রোমহর্ষক কাহিনী। আবার ১৯৮৮ সালে চিত্তরঞ্জন পার্কে তিনদিনের একটি আলোচনা চক্রে অংশ নিতে গিয়ে আমার উপর দায়িত্ব পড়ল দিল্লির বাড়ি থেকে বিপ্লবী ত্রিদিব চৌধুরীকে নিয়ে আসার। সাধারণ সরকারি একতলা বাড়ি, অগোছাল ঘর। গোটা দুই তক্তপোষ। ঘরে বসে আছেন অঞ্চলের নানা পরিচিতজন। আমি প্রণাম করতেই উনি জিজ্ঞাসা করলেন 'আমাদের মত বৃদ্ধদের কথা কি সভাতে কেউ শুনতে চায়?' আমি বললাম, এসেছি কলকাতা থেকে। স্থানীয় উদ্যোক্তারাই বাঙালি দর্শকদের কাছে আপনার অভিজ্ঞতার কথা শোনার সুযোগ করে দিতে চান। ব্যাক্তিত্বপূর্ণ ভারি চেহারার মানুষটিকে দেখে আমি ভেবেছিলাম, কি করে উনি দীর্ঘকাল কারাবাস করেন। দেশ পত্রিকায় উনি ধারাবাহিক ভাবে লেখেন 'সালারের জেলে কয়েক বছর'। একাধিকবার বামপন্থী দর্শনের স্বনামধন্য স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরীর সঙ্গেও আমার আমৃত্যু যোগাযোগ ছিল। তার মানিকতলার সরকারি আবাসনের তিন কামরার ফ্ল্যাটে সহজ সরল সাধারণ জীবনযাত্রা কাটাতে দেখেছিলাম পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী বিনয় চৌধুরীকে। গতপাঁচ দশক ধরে বহু প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবীদের মুখোমুখি সাক্ষাতের সুযোগ অবশ্যই আমার কাছে বড় প্রপ্তি।

শেষ করি একটি বিশেষ ঘটনার কথা দিয়ে। আশির দশকের গোড়ায় শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী গনেশ ঘোষ হঠাৎই অনুভব করেছিলেন যে, তারই স্নেহধন্য অবিবাহিত পল্লব মিত্রর জীবন ধারার কিছু পরিবর্তন করার কথা। একেবারেই গোপনে আমাকে না জানিয়ে সটান আমার অনুপস্থিতিতে আমাদের বাড়িতে এসে তার বন্ধু আমার প্রয়াত পিতৃদেব সুধীর কুমার মিত্রর কাছে তার ঘনিষ্ঠ এক বিপ্লবী সতীর্থের কন্যার সঙ্গে বিবাহের জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানান এবং গনেশ বাবু বাবাকে এও বলেছিলেন যে, আমি দীর্ঘকাল ধরে ঐ বিপ্লবী পরিবারকে চিনি। বলাবাহুল্য আই এন এ-এর সিক্রেট সার্ভিস গ্রুপ এর সদস্য নেতাজির ঘনিষ্ঠ অনুরাগী জ্যোতিষচন্দ্র বসুর একমাত্র কন্যার সঙ্গে বিবাহের যোগসূত্র ঘটিয়ে ছিলেন গনেশ ঘোষ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য জ্যোতিষবাবুই পরবর্তীকালে লেখেন 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে'। যা পাঠক মহলে বিশেষ ভাবে সাড়া ফেলেছিল। গনেশ ঘোষের ইচ্ছা অনুসারে সুধীর বাবু এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন। ও সামাজিক ভাবে এই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল আশির দশকের শেষে। বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র বসুর বিপিনপাল রোডের ছাদ থেকেই গোপনে পবিত্রমোহন রায়, অমর সিং গিল, হরিদাশ মিত্র — এই তিন সঙ্গীকে নিয়ে বিশেষ যন্ত্রে মাধ্যমে বিদেশে নেতাজির কাছে গোপন সংবাদ পাঠানো হত। সময়টা ছিল ১৯৪৪ সাল। কিন্তু হাতে নাতে তাদের সকলকে ইংরেজ সরকার গ্রেফতার করে। বন্দী করেছিল আলিপুর জেলে। দীর্ঘ শুনানির পর চারজনেরই ফাঁসির আদেশ হয়। কিন্তু হরিদাস মিত্রর পত্নী নেতাজির ভাইজি বেলা মিত্র ব্যাক্তিগত উদ্যোগে গান্ধিজির শরণাপন্ন হলে তিনি সাহেব গর্ভনর জেনারেলকে ফাঁসি রদ করার অনুরোধ করে পরপর ছটি চিঠি লিখেছিলেন। শেষে গান্ধিজির সপ্তম চিঠিটির পরে তৎকালীন শাসক মুক্তি দিয়েছিলেন এই চারজনকেই। সেও এক অনন্য ইতিহাসের কাহিনী। আমি অবশ্যই সৌভাগ্যবান যে উপরে বর্ণিত নানাসূত্রে শ্রদ্ধা বা প্রণাম নিবেদনের সুযোগ পেয়েছিলাম নির্ভীক স্বাধীনতাসংগ্রামী দেশবরেণ্য এই বীর সেনাদের। স্বাধীনতার বার্ষিকীর পুণ্য লগ্নে তাদের আবার আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আমার ছেলে নির্দোষ, ভয়ের কোনও কারণ নেই

দাবি মনোতোষের পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে নেমে ফের দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে মনোতোষ ঘোষের বাড়ি হুগলি জেলার আরামবাগ পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে। মৃত পড়ুয়ার বাবা রামপ্রসাদ কুণ্ডুর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে গ্রেপ্তার করে মনোতোষ ঘোষকে। জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হওয়ার ১ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে যাদবপুর থানার পুলিশ। ধৃত মনোতোষ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরই দ্বিতীয় বর্ষের সমাজবিদ্যার ছাত্র। রবিবার একটি গ্রেপ্তার হওয়ার একটা নোটিসও পৌঁছয় ধৃত মনোতোষের পরিবারের হাতে। যদিও এই বিষয়ে র‍্যাগিংয়ে কোনও ভাবেই যুক্ত নয় বলে জানায় মনোতোষের বাবা শান্তিনাথ ঘোষ। তবে ওর বাবার মুখ থেকেই জানা যায়, প্রথম বর্ষে যখন ভর্তি হয়, বাড়িতে চুল ছোট করে না কাটলেও ওখানে সিনিয়ারদের কথামতো চুল ছোট করে কাটতে হয়েছিল। মনোতোষকে বার বার র‍্যাগিংয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলেও সে এই বিষয়ে একটাই কথা বলে, এখানে কোনও অসুবিধা নেই। দাদারা কেবল বলেছিল চুল ছোট করে কাটতে। আর বোতলে জল আনতে। মনোতোষের বাবার কাছ থেকে আরও জানা গেছে স্বপ্নদীপ যখন প্রথম বর্ষে ভর্তি হয় তখন হস্টেলে বেড না পাওয়ায় ওর সঙ্গে এক রাত কাটিয়েছিল। এমনকী সে নাকি বাবা ও মাকে জানায়, তোমাদের কোনও চিন্তা নেই। এখানে সব ঠিক আছে। মনোতোষের গ্রেপ্তারি নিয়ে কার্যত হতবাক বাবা-মা। তাঁর বাবা শান্তিনাথ এবং মা টগর ঘোষ আরামবাগের গৌরহাটি মোড়ে একটি 'ফাস্ট ফুড'-এর দোকান চালান। রবিবার সকালেও তাঁরা দোকান খুলেছেন। মনোতোষের বাবা বলেন, ছেলে একটা কথাই বলেছিল, এই ঘটনায় পুলিশ আমাকে ডাকতে পারে। তোমরা চিন্তা করো না। এখন পুলিশ পুলিশের কাজ করছে। যাদবপুর থানায় ডেকেছে বলল ও। জানাল, ও যাবে, ভয়ের কোনও কারণ নেই। তবে আমার ছেলে নির্দোষ। আমার ছেলে আতঙ্কিত নয়। বার বার ও বলে আমাকে থানায় ডাকতে পারে বলেছিল। মনোতোষের মা জানায়, ছেলে আগে থেকে কিছু বলেনি। তবে আমার ছেলে দোষী নয়। সবমিলিয়ে থানা থেকে এদিন মনোতোষের বাবার কাছে গ্রেপ্তারের নোটিস ধরানোয় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

‘আমার মাটি, আমার দেশ’ কর্মসূচি পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: 'আমার মাটি, আমার দেশ' কর্মসূচি পালিত হল কাঁকসার দু'নম্বর কলোনিতে। বিজেপির কাঁকসা দু'নম্বর মণ্ডলের পক্ষ থেকে রবিবার দুপুর তিনটে থেকে কাঁকসার ২ নম্বর কলোনি থেকে শুরু হয় বিজেপি কর্মীদের মাটি সংগ্রহের কাজ। বিজেপির কাঁকসা দু'নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ চন্দ্র জানিয়েছেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশে 'আমার মাটি আমার দেশ' কর্মসূচি পালনে তারা কাঁকসার ২ নম্বর কলোনি থেকে মাটি সংগ্রহ শুরু করলেন। বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা মাটি একটি পাত্রের মধ্যে সংগ্রহ করে ব্লকে পাঠাবেন এবং ব্লক স্তর থেকে জেলা হয়ে দিল্লিতে পাঠানো হবে। তিনি জানিয়েছেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা মাটি দিল্লির রাজপথে যে উদ্যান তৈরি করা হচ্ছে সেই উদ্যানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মাটি রেখে সেখানে বৃক্ষরোপণ করা হবে। পাশাপাশি যে সমস্ত এলাকা থেকে তারা মাটি সংগ্রহ করেছেন সেই সমস্ত এলাকায় একটি করে গাছের চারা রোপণ করে বিশ্ব উষ্ণায়ন রুখতে সকলকে বৃক্ষরোপণ করার আহ্বান জানান। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কাঁকসা দু'নম্বর মণ্ডলের সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাস সহ এলাকার বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা ও বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যরা।

নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও সংরক্ষণের নিয়মে পঞ্চায়েতের প্রধান পদের দখল নিল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: পঞ্চায়েত নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও সংরক্ষণের নিয়মে পঞ্চায়েতের প্রধান পদের দখল নিল তৃণমূল কংগ্রেস। অসংরক্ষিত উপপ্রধান পদে অবশ্য বিজেপিকে সমর্থন করেছে কংগ্রেস ও সিপিএম। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়া বিধানসভার তোরিয়াল গ্রাম পঞ্চায়েতটি ত্রিশঙ্কু ছিল। শুক্রবার সেখানে বোর্ড গঠন হয়েছে। বাম ও কংগ্রেস, বিজেপিকে সমর্থন করায় স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, এই গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ২০টি আসন আছে। এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ৭টি, বিজেপি ৬টি, কংগ্রেস ৪ ও সিপিএম ৩টি আসনে জয়ী হয়। প্রধান পদ ওবিসি মহিলা সংরক্ষিত ছিল। তৃণমূলের জয়ী সদস্যদের মধ্যে দু'জন ওবিসি মহিলা ছিলেন। কিন্তু বিরোধীদের মধ্যে ওবিসি মহিলা সদস্যা ছিলেন না। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও তৃণমূলের থেকেই প্রধান নির্বাচিত হয়েছে। প্রধান হয়েছেন সেরিনা আক্তার। অন্যদিকে উপপ্রধান পদটিই অসংরক্ষিত ছিল। সেখানে বিজেপিকে সমর্থন করেছে বাম-কংগ্রেস। উপপ্রধান হয়েছেন যোগেন দাস।

পঞ্চায়েত সদস্যরা জানিয়েছেন, তৃণমূলের দু'জন প্রধান পদের দাবিদার ছিলেন। বোর্ড গঠন সভায় সেরিনা আক্তারের নাম প্রধান হিসেবে প্রস্তাব করার পর তাঁদের দলেরই একজন সমর্থন করেন। কিন্তু অন্যজনকে কেউ সমর্থন না করায়, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রধান হন সেরিনা। অন্যদিকে উপপ্রধান হিসেবে বিজেপির যোগেন দাসের নাম প্রস্তাব হয়। তাঁর সমর্থক বেশি ছিল। ফলে তিনিই উপপ্রধান হন।

প্রধান সেরিনা আখতারের স্বামী আবদুস সামাদ কাদরি বলেন, কংগ্রেস, সিপিএম ও বিজেপি মিলে উপপ্রধান গঠন করেছে। কিন্তু আমরা বিরোধীদের সঙ্গে কোনও প্রকারের সমঝোতা করিনি। নবনির্বাচিত উপপ্রধান যোগেন দাস বলেন, আমরা বিরোধীরা আগে থেকেই মিটিং করে একজোট হয়েছিলাম যাতে উপপ্রধান আমাদের মধ্যে থেকেই হয়। তৃণমূলকে আটকাতে আমরা স্থানীয়ভাবে একজোট হয়েছি। প্রধান আসনটি যেহেতু সংরক্ষিত ছিল এবং আমাদের মধ্যে ওবিসি মহিলা সদস্যা ছিলেন না, তাই তৃণমূল থেকে প্রধান হয়েছে।

ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মোস্তাফা বলেন, আমরা কোনও জোট করিনি। তৃণমূলকে ঠেকাতে এলাকাভিত্তিক পরিস্থিতি দেখে সদস্যরাই একে অপরকে সমর্থন করেছেন।

চুরি যাওয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার গয়না

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: চুরি হওয়ার কিছু সময়ের মধ্যেই সাত-আট লক্ষ টাকার গয়না আচমকাই ফিরে এল। তাজ্জব পরিবারের সদস্যরা। শনিবার রাতে হাবড়ার শ্রীপুর এলাকায় সুদীপ চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরি হয়। শনিবার সন্ধে সাতটা থেকে রাত ন'টার মধ্যে সুদীপ এবং তার স্ত্রী বাড়ির দোতালায় ছিলেন না। একতলায় অবশ্য তার মা ছিলেন তবে তিনি কিছু টের পাননি। চোর আলমারি থেকে নগদ কয়েক লক্ষ টাকা ও কয়েক ভরি সোনার উপর গয়না চুরি করে নিয়ে যায়। সব মিলিয়ে ১৪ থেকে ১৫ লক্ষ টাকার চুরি গিয়েছে বলে জানান বাড়ির মালিক। রাতে এই ঘটনার তদন্তে যায় হাবড়া থানা। পরে রবিবার সকালে সুদীপ বাবুর বাড়ির গায়ে থাকা তার জ্যাঠতোতো দাদার ছাদের উপর একটি প্লাস্টিকে করে অলংকার কেউ ফেলে দিয়ে যায় বলে অভিযোগ। পরে সেগুলো হাবড়া থানার তরফে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গোটা ঘটনায় পরিবারের তরফে মনে করা হচ্ছে পরিচিত কেউ যুক্ত থাকতে পারে। এদিন গয়না ফেরত পেলেও নগদ কয়েক লক্ষ টাকার এখনোও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে হাবড়া থানা।

রেললাইনের পাশ থেকে আহত হায়না উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: রবিবার সকালে পুরুলিয়ার আদ্রা ডিভিশনের আদ্রা-আসানসোল রেলপথে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত খাজুরা গ্রামের অদূরে রেললাইনের পাশ থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক আহত হায়না উদ্ধার করল রঘুনাথপুর রেঞ্জের বনকর্মীরা। এদিন হায়নাটিকে রেললাইনের পাশে একটি ড্রেনে আহত অবস্থায় কয়েকজন দেখতে পেয়ে বনদপ্তরে খবর জানালে আহত হয়নাটিকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর রেঞ্জ অফিসে নিয়ে যায় বনকর্মীরা। বনকর্মীদের ও স্থানীয়দের অনুমান কোনও ট্রেনের ধাক্কায় হায়নাটি আহত হয়েছে। রঘুনাথপুর রেঞ্জ অফিসে কয়েকদিন পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা করা হবে আহত হায়নাটির এমনটাই জানানো জানা গেছে। সুস্থ হলে তাকে পুনরায় গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে এমনটাই জানিয়েছেন রঘুনাথপুর রেঞ্জের রেঞ্জার সন্দীপ ঘোষ।

তৃণমূলের কিষান খেতমজুর সেলের ব্লক সভাপতিকে গুলি করে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের পরেই এলাকার জনপ্রিয় তৃণমূল নেতাকে রাতের অন্ধকারে গুলি করে খুন করল দুষ্কৃতীরা। শনিবার গভীর রাতে হাড়োয়া ১ নম্বর ব্লকের কিষান খেতমজুর সেলের সভাপতি সহ খাসবালন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের গ্রামসভার জয়ী প্রার্থী শেখ সাহেব আলিকে পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে একাধিক গুলি করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার খাসবালান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাড়োয়া থানার অন্তর্গত সামলা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। পরিবারের অভিযোগ তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জন্যই এই খুন। পরিবারের অভিযোগ, সামলা বাজারে এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের কিষান খেতমজুর সেলের হাড়োয়া এক নম্বর ব্লক সভাপতি ৩৮ বছরের শেখ সায়েব আলি এবারে খাসবালন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিহারী গ্রামের ২৪৩ নম্বর বুথে তৃণমূলের গ্রাম সভার জয়ী প্রার্থী। এলাকায় জনপ্রিয় তৃণমূল নেতা বলেই সাহেব আলি পরিচিত। ঘটনার দিন রাতে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বাড়ি থেকে বাইকে চেপে বাড়িতে ফিরছিলেন। রাত্রি আনুমানিক সাড়ে বারোটায় সামলা বাজারে এলাকায় ১০ থেকে ১৫ জন দুষ্কৃতী তাকে ঘিরে ধরে। তাকে লক্ষ্য করে ১২-১৪ রাউন্ড গুলি করে দুষ্কৃতীরা। দুটি গুলি বাইকেও লাগে বেশ কয়েকটি গুলি তার বুকে ও পেটে লাগে। হাড়োয়া থানার পুলিশ খবর পেয়ে নিথর দেহটি উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই এক সিভিক ভলান্টিয়ার ও শেখ সাহেব আলির সঙ্গে থাকা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে মোতায়ন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিবারের পক্ষ থেকে বেশ কিছু নাম বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। তারা খুনিদের কঠোর শাস্তি ও অভিভাবকহীন পরিবারকে সাহায্যের দাবি জানিয়েছেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান পুরনো শত্রুতার জেরেই এই খুন। মৃতের স্ত্রী হালিমা বিবির দাবি, যার তার স্বামীকে খুন করেছে তারা তৃণমূলেরই লোক। তার স্বামীর এলাকায় জনপ্রিয়তা বাড়ছিল। সেটা অনেক তৃণমূল নেতার পছন্দ হচ্ছিল না তাই তৃণমূলের একটা অংশই চক্রান্ত করে তার স্বামীকে খুন করছে। হাড়োয়ার বিধায়ক হাজি নরুল ইসলাম জানিয়েছেন, এলাকায় জনপ্রিয় ও তৃণমূলের নিষ্ঠাবান নেতা ছিল সাহেব। আমরা পুলিশের কাছে অনুরোধ করেছি যারা এই খুন করেছে এবং যারা এই খুনের পেছনে চক্রান্ত করেছে তাদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে। সাহেবের তিনটি মেয়ে আছে, আমরা দলীয় ভাবে পরিবারটির পাশে থাকব। এবং ওর তিনটি মেয়েই যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করব। বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জোবি থমাস বলেন আপাতত দু'জনকে এনে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি। পরিবারের তরফ থেকে কয়েকজনের নাম সামনে এসেছে। পুরো বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখছি। খুব তাড়াতাড়িই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হবে।

গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮ তারিখে কাঁকসার বনগ্রাম থেকে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় মৃতার স্বামী সজল দাস, শ্বশুর ভোলানাথ দাস ও দেওর নব কুমার দাসকে গ্রেপ্তার করল কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃত ৩ জনকে রবিবার দুপুর ১২টা নাগাদ দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বীরভূমের বাসিন্দা পবন মণ্ডলের মেয়ে ইন্দিরা মণ্ডলের সঙ্গে কাঁকসার বনগ্রাম এলাকার বাসিন্দা ভোলানাথ দাসের ছেলে সজল দাসের বিয়ে হয় ২০২০ সালের জুলাই মাসের ২ তারিখে। এরপর ২০২১ সালের নভেম্বর মাসের ১ তারিখে তাদের একটি কন্যা সন্তান হয়। মৃতার বাবা পবন মণ্ডলের অভিযোগ কন্যা সন্তান হওয়ার পর থেকেই তার মেয়ে ইন্দিরা মণ্ডলের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতো শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। এরপরে গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২তারিখে ঘরের ভিতর ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় তার মেয়ের দেহ। মৃতার শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা আত্মহত্যার দাবি করলেও মৃতার বাবা তার মেয়েকে শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলে ঘটনার দিন রাতেই কাঁকসা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল মৃতার শ্বশুরবাড়ির লোকজন। অবশেষে শনিবার গভীর রাতে কাঁকসা থানার পুলিশ ওই ৩ জনকে বনগ্রাম এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে রবিবার মহকুমা আদালতে পেশ করে।

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.

রেজি. অফিস - রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস - রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ১ম তল, ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ (জি.পি.ও.-র বিপরীতে)
টেলিফোন নং (০৩৩) ২২৬২-২৭৫১/২৭৫২/২৬৩৩

প্রতীকী দখল নোটিশ

রেফা. দখল নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এর উপরুল (১) অধীনে

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট আপনাদের/ঋণগ্রহীতাগণকে এই নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। আপনারা/ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে জিআইসিএইচএফএল ২০০২ সালের সারেফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) সংস্থান এবং সংশ্লিষ্ট রুলের সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পদের প্রতীকী দখল নিয়েছেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)এর নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির ঠিকানা	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টা.)	দাবি নোটিশের তারিখ	প্রতীকা দখলের তারিখ
১.	শ্রীমতি অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জি এবং শ্রী নীহার রঞ্জন চ্যাটার্জি WB0070610002833	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ ২ কাঠা ৮ ছটাক ১ বর্গফুট অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৫/বি, এন সি মুখার্জি লেন, মৌজা- কোন্নগর, জেএল নং ৭, আরএস নং ১৭৫৯, খতিয়ান নং ১৫৫২, দাগ নং ৬৬১৪, ওয়ার্ড নং ১৬, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা -হুগলি, পিন - ৭১২২৩৫। উক্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : উত্তরে : এ এল ব্যানার্জি স্ট্রিট, দক্ষিণে : খালি জমি, পূর্বে : দাগ নং ৬৬১৩, পশ্চিমে : এন সি মুখার্জি লেন সমন্বিত।	১৩,৬৩,৯৫৩/-	২৮.০৩.২০২২	০৮.০৮.২০২৩
২.	শ্রী বিকাশ রায় WB0070110002152	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ২ ছটাক ৩৮ বর্গফুট এবং দ্বিতল পাকা ভবন পরিমাণ ২৩৫৭ বর্গফুট ঢাকা এলাকা অবস্থিত হোল্ডিং নং সি৪-২৯/এ/এ, নতুন ফতেপুর ফার্স্ট বাই লেন, মৌজা - রামদাসহাটি, জেএল নং ৪, আরএস নং ৩৭৪, তৌজি নং ৩০৪, আরএস খতিয়ান নং ৬৯৩, আরএস দাগ নং ৩৫৬ এবং ৩৫৭, ওয়ার্ড নং ৩, থানা -রবীন্দ্রনগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০২৪। উক্ত সম্পতি নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, দক্ষিণে : শ্রী গৌতম রায়ের সম্পত্তি, পূর্বে : শ্রী দীপঙ্কর ঘোষের জমি, পশ্চিমে : ৪ ফুট সাধারণের চলার পথ এবং প্লট দাগ নং ৩৫৫ জমি সমন্বিত।	৩১,১৮,২৭৯/-	১৪.১২.২০২০	০৯.০৮.২০২৩
৩.	শ্রী চন্দন কারার WB0070610002747	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট টাইপ -এ, ফ্ল্যাট নং ২০ পঞ্চম তলে, পরিমাণ আনুমানিক ১০৭৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৫৭/১, কাঁটাপুকুর থার্ড বাইলেন,থানা - ব্যাঁটরা, জেলা- রেজিস্ট্রেশন এবং সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস হাওড়া টাউন, পিন- ৭১১১০১।	৩২,০৮,৮৪২/-	২৫.০৭.২০২২	০৯.০৮.২০২৩
৪.	শ্রীমতি মকসুদা খাতুন এবং শ্রী শেখ খইরুদ্দিন WB0070610003517	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ, দ্বিতীয় তলে, পরিমাণ আনুমানিক ৪৫৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৫৬৭, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, মৌজা - সরকেলাত, জেএল নং ১৪, আরএস নং ১৮৩, তৌজি নং ৪১১, খতিয়ান নং ২০২, দাগ নং ২৭/৪৬৮, ওয়ার্ড নং ১২৮,থানা-বেহালা, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৩৪।	১৫,২৪,৩৫১/-	১৯.০৪.২০২২	০৯.০৮.২০২৩
৫.	শ্রী নিমাই মাইতি এবং শ্রীমতি রুম্পা সার মাইতি WB0070610003973	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট দ্বিতীয় তলে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া১০৪৫ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা-রানা ভুতিয়া, জেএল নং ৬, আরএস খতিয়ান নং ১০৮, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৬, পরবর্তীতে ৭৪, আরএস দাগ নং ৯৯/২৫১, এলআর দাগ নং ১৫১, থানা-সোনারপুর, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৫২।	২৩,০৪,৭০৯/-	২৭.০৩.২০২৩	০৯.০৮.২০২৩
৬.	শ্রী পার্থ বসু এবং শ্রীমতি সঞ্চিতা বসু WB0070110002144	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪-এ, পঞ্চমতলে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৮৫ বর্গফুট, বহুতল নগেন্দ্র প্রতিমা আবসন ভবনে অবস্থিত হোল্ডিং নং ৫৪, সোদপুর রোড, মৌজা-গুচুরিয়া, জেএল নং ২৫, আরএস নং ১৩৮, তৌজি নং ১৪৬, আরএস এংব এলআর দাগ নং ৪৮৬, ৪৮৭, এবং ৪৮৮, আরএস খতিয়ান নং ১৮ এবং ৯৯, এলআর খ তিয়ান নং ১৫০৮ এবং ১৫০৯, ওয়ার্ড নং ২০, থানা -বারাসত, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৩০।	২৩,৮৫,৪৭৭/-	১৩.১২.২০২২	০৯.০৮.২০২৩
৭.	শ্রী পার্থ ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতি কাকলি ভট্টাচার্য WB0071300103601	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট একতলায় পশ্চিম দিকে ভবনের পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬০০ বর্গফুট এবং গ্যারাজ ১২০ বর্গফুটের অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৩০১, বিদ্যা সাগর সরণি, মৌজা - পূর্ব বরিশা,খতিয়ান নং ১০৮৬, দাগ নং ২৮১৫, ওয়ার্ড নং ১২৩, থানা-ঠাকুরপুকুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০০০৮।	৬,৫৪,৯৯৯/-	২৪.১১.২০২২	০৯.০৮.২০২৩
৮.	শ্রী রবীন্দ্র নাথ মন্ডল এবং শ্রীমতি যমুনা মন্ডল WB0071300104316	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ রায়তি জমি পরিমাণ ১৬ ১/২ শতক অবস্থিত মৌজা- মল্লিক কাটি, দাগ নং ৭৩৮, আরএস খতিয়ান নং ৬৪৪, এলআর খতিয়ান নং ১২১৩, তৌজি নং ১৪৮৩, জেএল নং ৩, থানা- ক্যানিং, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩২৯। উক্ত সম্পত্তি নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : উত্তরে : পুকুর, দক্ষিণে : ধীরামণি দাসীর জমি, পূর্বে : মাখন নাথের জমি, পশ্চিমে : মাফের আলি গাজির জমি সমন্বিত।	৭,০৯,৯৫০/-	১৭.০৮.২০১৮	০৯.০৮.২০২৩
৯.	শ্রীমতি রিংকু সাহা এবং শ্রী উত্তম সাহা WB0070610003610	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি, দ্বিতীয় তলে, আকর অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে পরিমাণ ৯৬০ বর্গ ফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩৬, সুভাষ সরণি, মৌজা - সুলতানপুর, পো এবং থানা- দম দম, আরএস দাগ নং ১৮৪, খতিয়ান নং ৮৪৭, আরএস নং ১৮৪, আরএস খতিয়ান নং ১৮০৫ এবং ১৮০৬, ওয়ার্ড নং ৭, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা,পিন-৭০০০২৮।	২১,৩৮,৫৫৭/-	১০.০২.২০২৩	০৯.০৮.২০২৩
১০.	শ্রী সইফুল ইসলাম সাহা এবং শ্রীমতি জয়নাব বিবি WB0071300105646	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৪৩ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা- ফুলডুবি,তৌজি নং ২৯২৯, জেএল নং ১৪, আরএস খতিয়ান নং ৫৩১, এলআর খতিয়ান নং ৭৮২, আরএস দাগ নং ১৯৯৮, এলআর দাগ নং ২৭৩৩, আরএস দাগ নং ১৯৯৯, এলআর দাগ নং ২৭৩৪, আরএস দাগ নং ২০১৫, এলআর দাগ নং ২৭৫০, থানা-সাগর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৭৩। উক্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : উত্তরে : দাগ নং ২০১৫ অবশিষ্ট জমি, দক্ষিণে : দাগ নং ১৯৯৭ জমি, পূর্বে : দাগ নং ১৯৭২ জমি, পশ্চিমে : দাগ নং ২০০০ এবং ২০০৪ জমি সমন্বিত।	৯,১৩,৫৮৬/-	২৪.১১.২০২২	১১.০৮.২০২৩
১১.	শ্রী শান্তনু বাছার WB0071300106109	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ ২ কাঠা ১ ছটাক অবস্থিত মৌজা - পশ্চিম বড়িশা, জেএল নং ১৯, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ১-৪, ৬-৮, ১০-১২, দাগ নং ১৯১০/২২৬৭, খতিয়ান নং ৩৩১৬, ওয়ার্ড নং ১২৫, থানা -ঠাকুরপুকুর, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৬৩, । উক্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : উত্তরে : বাছাপাড়া কেএমসি রোড, দক্ষিণে : দাগ নং ১৯১২ প্লট, পূর্বে : দাগ নং ১৯১০/২২৬৮ প্লট, পশ্চিমে : সুরেন্দ্রনাথ বাছারের জমি সমন্বিত।	৫,৪৩,৬৫০/-	০৪.০৩.২০২০	০৯.০৮.২০২৩
১২.	শ্রী শম্ভু সিং এবং শ্রীমতি গৌরীয়া দেবী WB0070110001984	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৯ ছটাক এবং পাকা ভবন পরিমাণ কমবেশি ১২০০ বর্গ ফুট, অবস্থিত মৌজা- কোন্নগর, আরএস দাগ নং ২১, খতিয়ান নং ৫৫৩, জেএল নং ৭, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২২৪৬। উক্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রীমতি রাধু বোসের জমি, দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক, পূর্বে : শ্রীমতি শিশুবালা মজুমদারের ভবন, পশ্চিমে : শ্রীমতি মধু দাসের জমি সমন্বিত।	১৭,২৭,৭১৩/-	১০.০২.২০২৩	০৮.০৮.২০২৩
১৩.	শ্রী শিলাদিত্য পুরকাইত এবং শ্রীমতি রিক্তা পুরকাইত WB0071300104404	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ ডেসিমেল ২/৩ শতক ১৬ শতক জমি থেকে অবস্থিত মৌজা - খারি, আরএস দাগ নং ২৮৭২, ২৮৭১, আর এস খতিয়ান নং ১০৭২, তৌজি নং ৯৩, জেএল নং ৪৯, থানা - রাইদিঘি, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৪৫। উক্ত সম্পত্তি নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : উত্তরে : নিমাই কর্মকারের ভবন, পূর্বে : দুলাল পুরকাইতের জমি, দক্ষিণে : সড়ক, পশ্চিমে : ভোলানাথ কর্মকারের ভবন সমন্বিত।	৪,৩৪,৩৮৮/-	১৪.০৬.২০১৯	০৯.০৮.২০২৩
১৪.	শ্রী সৌমেন বিশ্বাস, শ্রী মিহির কুমার বিশ্বাস এবং শ্রীমতি যমুনা বিশ্বাস WB0070110001814	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ১০ ছটাক, ২৩ বর্গফুট অবস্থিত হোল্ডিং নং ৯৪১স বিজয় নগর, মৌজা- নৈহাটি, আরএস দাগ নং ৪২৬০/৪৭৮২, এলআর দাগ নং ৩৫৬২, আরএস খতিয়ান নং ১৭৫৩, এলআর খতিয়ান নং ৭০৪৮, তৌজি নং ৬৩০, আরএস নং ২১, জেএল নং ৩, ওয়ার্ড নং ২৩, থানা -নৈহাটি, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩১৬৫, উক্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : উত্তরে : স্নেহলতা সেন এবং বিজয় সাহার সম্পত্তি ,দক্ষিণে : নিখিল মজুমদার এবং পারুল ভৌমিকের জমি, পূর্বে : সুধীর বিশ্বাসের জমি, পশ্চিমে : সড়ক সমন্বিত।	১১,৭৮,৭৩৬/-	০২.১২.২০২১	০৮.০৮.২০২৩
১৫.	শ্রী শুভাশিস দাস এবং শ্রীমতি সাগরিকা দাস WB0070610002501	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং টি-২, সমুদয় ৪র্থ তল পরিমাণ ৭২০ বর্গ ফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত পুর হোল্ডিং নং ২০/এ/১, শিব চন্দ্র দেব স্ট্রিট, মৌজা - কোন্নগর, জেএল নং ৭, আরএস খতিয়ান নং ৬৪২, এলআর খতিয়ান নং ১৩৮৭২, এলআর দাগ নং ১১৫২৩, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা -হুগলি, পিন- ৭১২২৩৫।	৯,০১,৬৬০/-	২৩.১১.২০২২	০৮.০৮.২০২৩
১৬.	শ্রী সুদীপ পুতটুন্ডা এবং শ্রীমতি তৃষা মুখার্জি WB0070610002901	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০১ একতলায় পরিমাণ ৬৪৬ বর্গ ফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত হোল্ডিং নং ৯/১০১, বারাসত বারাকপুর রোড, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৪, ৩৪০, ৩৬৬, ৩৪২, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৪৮, ৩৮০, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৭৯, ৩৪৯, ৩৫৬, ৩৩৬, ৩৩৯, ৩২৯, ৩৫৫/১২২৬, ৩৫৮, ৩৭০, ৩৩৮, ৩৪১, ৩৪৫, ৩৫১, ৩৬৪, ৩৬৫ এবং ৩৩১ এলআর খতিয়ান নং ২১৫৩, ৩৪০, ৩৩৬, ১২৪৭, ১১০১, ১৫২৯, ১৫১৪, ৩৩৯ এবং ৬০২, মৌজা বালুরিস, জেএল নং ৩৭, তৌজি নং ১৪৬, ওয়ার্ড নং ০৫, থানা-বারাসত, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২৬।	১৩,৭৪,৪৭৩/-	২৮.০৩.২০২২	০৯.০৮.২০২৩
১৭.	শ্রী সুকুমার দেবনাথ এবং শ্রীমতি রুমা দেবনাথ WB0071300105881	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১৩ ছটাক অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩৩/৫/৩, শরৎ চন্দ্র চ্যাটার্জি রোড, মৌজা- শিবপুর, খতিয়ান নং ৯৩, ওয়ার্ড নং ৪১, থানা -শিবপুর, জেলা-হাওড়া, পিন - ৭১১৩১৪, উক্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : উত্তরে :প্রশান্ত সাউয়ের জমি, দক্ষিণে : মালিক অমরেশ চন্দ্র শাউয়ের জমি, পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পশ্চিমে : কাঁকড়াপাড়া লেন সমন্বিত।	৬,২৭,৯৮০/-	২৪.১১.২০২২	০৯.০৮.২০২৩
১৮.	শ্রী তানসেন দে এবং শ্রীমতি রিমি দে WB0070610002195	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ১ কাঠা ৪ ছটাক অবস্থিত হোল্ডিং নং ৭৭১, শাস্ত্রীজি রোড, মৌজা - পশ্চিম ইছাপুর, জেএল নং ২৯, আরএস নং ২০২, তৌজি নং ১৪৬, খতিয়ান নং ২১৬, আরএস খতিয়ান নং ৩৩৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১০১০, ওয়ার্ড নং ৭, থানা-বারাসত, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২৬,, উক্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি: উত্তরে : সুখেন অধিকারীর ভবন, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পূর্বে : প্লট নং বি, পশ্চিমে : প্লট নং এ সমন্বিত।	১২,৭০,১৪৪/-	০৯.০২.২০২৩	০৯.০৮.২০২৩
১৯.	শ্রী তপন বসু WB0071300105392	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা অবস্থিত মৌজা - রামনগর, জেএল নং ৯৭, আরএস নং ১৮২, আরএস খতিয়ান নং ৩৯১৮, দাগ নং ১৩১০২, থানা - বারুইপুর, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৮৯, উক্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : উত্তরে : দাগ নং ১৩১০২ জমি, দক্ষিণে : দাগ নং ১৩১০২ জমি, পূর্বে : পুকুর, পশ্চিমে : কানাইলাল মিস্ত্রি সমন্বিত।	৮,৩৮,৮২০/-	১৪.০৬.২০১৯	১০.০৮.২০২৩
২০.	শ্রী সমর সেন এবং শ্রী অসিত সেন WB0070610001147	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২সি, তৃতীয় তলে, সুপ্রভাত অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাণ ৪৮০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত পুর হোল্ডিং নং বি১-৩৭/৪৩, এস পি বি ব্লক বাই লেন-২, মৌজা - গোবিন্দপুর, সিএস দাগ নং ২৪৭ (অংশ), এলওপি নং ২৪১, জেএল নং ০৯, ওয়ার্ড নং ১৬, থানা - মহেশতলা, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন -৭০০১৪২।	৩,০৫,২২৯/-	২৩.১১.২০২২	০৯.০৮.২০২৩
২১.	শ্রী বিশ্বরূপ রায় এবং শ্রীমতি শ্রীতমা রায় WB0070610002207	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ব্লক সি নং সি-৫০৪, পঞ্চমতলে, পরিমাণ ৭৬৯, বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত পুর হোল্ডিং নং ৪৩ এবং ৪৪ দে স্ট্রিট, মৌজা - শ্রীরামপুর, জেএল নং ১৩, আরএস নং ৯৫৪, তৌজি নং ২২৭৯, আরএস প্লট নং ৭৭২০, আরএস খতিয়ান নং ৩৫৫৬, এলআর প্লট নং ৭৯১৯, এলআর খতিয়ান নং ১৩, ১৪৪৩৬ এবং ১৮০৪১, থানা -শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলি, পিন - ৭১২২০১।	২০,৬৭,০৮৭/-	০৯.০৬.২০২৩	০৮.০৮.২০২৩
২২.	শ্রী সুশান্ত সরকার WB0070610002705	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২বি, তৃতীয়তলে পরিমাণ ৪৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত হোল্ডিং নং ০৬, সুকান্ত সরণি, দম দম ক্যান্টনমেন্ট, মৌজা - গারুই, জেএল নং ১৬, আরএস নং ২১, তৌজি নং ১৭২, খতিয়ান নং ৩৬৭, দাগ নং ১৩৩১, ওয়ার্ড নং ০৫, থানা - দম দম, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন -৭০০০৬৫।	১২,৪২,৩৭৫/-	১৭.০১.২০১৯	১০.০৮.২০২৩
২৩.	শ্রী কৃষ্ণ শর্মা, শ্রীমতি রুবি শর্মা এবং শ্রী শিবকান্ত শর্মা WB0071300105222 WB0071300105527	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ০৩ ডেসিমেল এবং দ্বিতল ভবন পরিমাণ ৬৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া একতলায় এবং ১৬০ দোতলায় অবস্থিত হোল্ডিং নং ৭৭২/৬০৩/৪৪ , নয়া পাড়া (খড়িদা পশ্চিম), মৌজা- খড়িদা, আরএস দাগ নং ০৭, আরএস খতিয়ান নং ৬২০, জেএল নং ১৯৪, ওয়ার্ড নং ১৬, থানা - খড়গপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০১। উক্ত সম্পত্তির নিম্নরূপ চৌহদ্দি : উত্তরে : বিশ্বনাথ সিংয়ের সম্পত্তি, দক্ষিণে : সাধারণ সড়ক, পূর্বে : ফকিরার সম্পত্তি, পশ্চিমে : কে মিস্ত্রির সম্পত্তি সমন্বিত।	৭,৫৮,১৮৯/-	১৪.১২.২০২২	১০.০৮.২০২৩

এই নোটিশের অতিরিক্তে ঋণগ্রহীতাগণকে অবগত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পূর্ণ দখলমুক্ত অবস্থায় শান্তিপূর্ণভাবে **জিআইসিএইচএফএল**-এর নিকট ৭ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে হস্তান্তর করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে অন্যথায় নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্বত্ব দখলের প্রক্রিয়া** গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বলপূর্বক এবং/বা উক্ত সম্পত্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সমুদয় বকেয়া আদায়ের জন্য ২০০২ সালের সারফেসি আইন এবং সংশ্লিষ্ট রুলের সংস্থান অধীনে বিক্রয় করতে বাধ্য হবেন।

ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উল্লিখিত সম্পত্তিসমূহ/জামিনদত্ত সম্পদের কোনো অংশ লেনদেন না করতে উক্ত সম্পত্তিসমূহ/জামিনদত্ত সম্পদ কোনোরকম লেনদেন **জিআইসিএইচএফএল**-নিকট উল্লিখিত সমুদয় বকেয়া পরবর্তী সুদ সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত **আদায়দান সাপেক্ষ**।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ১৪.০৮.২০২৩
স্থান : কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে ডেঙ্গি প্রতিরোধে পদযাত্রা ও প্রচার

পুরচেয়ারম্যান গাপ্পি মাছ ড্রেনে ছাড়লেন

বনস্পতি দে ● উত্তরপাড়া

উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে শহরের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ডেঙ্গি প্রতিরোধ অভিযান কর্মসূচি চলছে। এই উপলক্ষে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে চলছে ডেঙ্গি বিরোধী ব্যানার নিয়ে পদযাত্রা ও ডেঙ্গি প্রতিরোধে ড্রেনগুলিতে গাপ্পি মাছ ছাড়া হচ্ছে। বেশ কিছু ওয়ার্ডে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব গাপ্পি মাছ ছাড়লেন কারণ গাপ্পি মাছ মশা নিধন করে লার্ভা নষ্ট করে দেয় এবং এই সঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব হাতে মাইক নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্দেশে পদযাত্রা থেকে ডেঙ্গি প্রতিরোধে কি করতে হবে কি করবেন না প্রচার করতে লাগলেন। সেই অঙ্গ হিসাবে এই পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর অর্ণব রায়ের নেতৃত্বে চলে সকাল থেকে ডেঙ্গি প্রতিরোধে পদযাত্রা। এই পদযাত্রায় উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব মাইক হাতে নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে ডেঙ্গি প্রতিরোধে প্রচার করেন পদযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন। মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীরা সুপারভাইজাররা বেশ কিছু পুরকর্মী ও বেশ কিছু সাধারণ মানুষ ওয়ার্ডের বেশ কিছু এলাকা প্রদক্ষিণ করে এবং এইসঙ্গে ড্রেনে গাপ্পি মাছ ছাড়লেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, ডেঙ্গি প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন হতে হবে বাড়িতে কোনো খালি পাত্রে জল জমিয়ে রাখা যাবে না, বাড়িতে জঞ্জাল জমতে দেওয়া যাবে না, ছাদের উপরেও নজর দিতে হবে যাতে জল জমে না থাকে, বাড়ির চারপাশে পরিষ্কার রাখতে হবে, প্লাস্টিকের পাত্র ডাবের খোলা টায়ারে যেন জল জমে না থাকে এইগুলো সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এইসঙ্গে আমরা সব ওয়ার্ডে ডেঙ্গি প্রতিরোধে কর্মসূচি চলছে এবং ড্রেনগুলিতে গাপ্পিমাছ ছাড়া হচ্ছে সেই সঙ্গে প্লাস্টিকের প্যাকেট ব্যবহার করা যাবে না, যত্রতত্র ময়লা ফেলা যাবে না। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অর্ণব রায় জানালেন সব সময় সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে, না হলে পুরসভার একার পক্ষে সম্ভব না। পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন কারও ডেঙ্গি হলে বিনা পয়সায় পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনা পয়সায় রক্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে পাশাপাশি ২২ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গি প্রতিরোধ অভিযান চলে ও দু'নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর সন্দীপ দাসের নেতৃত্বে চলে ডেঙ্গি বিরোধী কর্মসূচি।

তৃণমূল-আইএসএফ জোটের বোর্ড গঠন, গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: শনিবার কদম্বগাছিতে তৃণমূল আইএসএফ একযোগে বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে যে অশান্তি অশান্তি ছড়িয়েছিল তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন বোমাবাজি ও গুলি চলে ওই এলাকায়। সেই ঘটনায় দত্তপুকুর থানার পুলিশ কদম্বগাছি অঞ্চল যুব তৃণমূলের সভাপতি মহম্মদ হাসান ওরফে নয়নকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার তাকে বারাসাত আদালতে নিয়ে আসা হয় দত্তপুকুর থানা থেকে। আদালতে ঢোকার সময় নয়ন জানান, আমাকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে। আইএসএফ ও তৃণমূল দলের একাংশ তাকে ফাঁসিয়েছে। দল এখনও তার কোনও খোঁজ নেয়নি, তিনি তৃণমূলের যুব সভাপতি বলে তাকে ফাঁসিয়েছে। আইএসএফ নয়নকে কুখ্যাত সমাজবিরোধী বলে অভিযোগ করেছে। সেই বিষয়ে নয়নের দাবি, সে সমাজ বিরোধী কি না তা পুলিশ প্রমাণ করবে। তাকে ফাঁসানো হয়েছে বলেই দাবি করেন মহম্মদ হাসান ওরফে নয়ন।

নয়নের পরিবারের দাবি, তৃণমূলের একাংশ আইএসএফকে সঙ্গে নিয়ে সুকৌশলে দলের আরেক অংশকে বঞ্চিত করে বোর্ড গঠন করেছে। এর পেছনে তৃণমূলের এক গোষ্ঠীর বড় চক্রান্ত আছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বারাসাত ১ ব্লকের কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই বোর্ড গঠন নিয়ে চাপা উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীই এদিন জমায়েত করে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে। তৃণমূলের এক পক্ষ আইএসএফের সঙ্গে বোর্ড গঠন করায় অশান্তি সৃষ্টি হয় পঞ্চায়েত এলাকা জুড়ে। অভিযোগ তখনই অভিযুক্ত নেতা গুলি ছোঁড়ে। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ওই তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিচারক তাকে আগামী ১৬ তারিখ পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল দু'জনের। দু'জন গাড়ির মধ্যেই আটকে রয়েছে। জানা যায়, যাত্রী বোঝাই বাস এবং একটি গাড়ির সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায় মালদা রায়গঞ্জগামী বাস কলকাতার দিকে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় উল্টো দিক থেকে একটি গাড়ি কৃষ্ণনগরের দিকে যাচ্ছিল। শান্তিপুর থানার ফুলিয়া নবলা ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে সজোরে মুখোমুখি দুর্ঘটনা ঘটে। বাস যাত্রীদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতাল এবং ফুলিয়া ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয়রা। ওদিকে গাড়িতে থাকা দুই যাত্রীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। অন্য একজনকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতে তারও মৃত্যু হয়। এখনো পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ২। এখনো নাম পরিচয় তাদের কিছু জানা যায়নি। বাকিরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। গাড়িতে আটকে থাকা মৃতদেহ উদ্ধার করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। যদিও এই পথ দুর্ঘটনার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় ঘটনাস্থলে, অন্যদিকে ক্রেনের মাধ্যমে গাড়ি ও ক্ষতিগ্রস্ত বাসটিকে উদ্ধার করছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার ছেলে এই কাজ করতে পারে না, মন্তব্য ধৃত দীপশেখর দত্তর বাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যু কাণ্ডে নয়া মোড়, এবার গ্রেপ্তার আরো দুই অভিযুক্ত ছাত্র। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ওই দুই ছাত্রের নাম দীপশেখর দত্ত এবং মনোতোষ ঘোষ। যার মধ্য ধৃত ছাত্র দীপশেখর দত্তের বাড়ি বাঁকুড়া শহরের ফেমাস গলিতে। তার গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই চোখে মুখে চিন্তার ছাপ পরিবারের। বাঁকুড়া সদর থানার অন্তর্গত ফেমাস গলির বাসিন্দা ধৃত ছাত্র দীপশেখরের দত্তের বাবা মধুসুদন দত্ত জানান, তিনি একজন বাবা হয়ে চাইছেন এই

ঘটনার আসল দোষীদের শাস্তি হোক কিন্তু তিনি নিশ্চিত তাঁর ছেলে এই কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নয়। ধৃত ওই ছাত্রের মা জানান, তাঁর ছেলে সবসময় সবার উপকারে জন্য এগিয়ে যায়, তাই তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তিনি মানতে পারছেন না।

সারা রাজ্য যখন যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যু নিয়ে সরগরম, সেই জল বাঁকুড়ায় গড়িয়ে আসতে উত্তেজনার পারদ চড়ছে সারা বাঁকুড়া শহর জুড়ে। সকাল থেকেই সরগরম হয়েছে বাঁকুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র মাচানতলার ফেমাস গলি।

অযোধ্যা পাহাড়ে ধস, বন্ধ যান চলাচল, আতঙ্কে পর্যটকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বৃষ্টির জেরে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে ধস। এই ধসের কারণে রাস্তার উপর পাথর ও মাটি জমে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে পড়ে। আতঙ্কে পাহাড়বাসী এবং পর্যটকরা। রবিবার সাত সকালে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় থেকে বাঘমুণ্ডি নামার পথে ঠুরগা জলপ্রপাতের সামনে পাহাড় ধসে যাওয়ায় রাস্তার একাংশে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছিল। স্থানীয় প্রশাসনের তৎপরতায় কয়েক ঘণ্টা পরেই রাস্তার মধ্যে থাকা পাথর ও জমে যাওয়া মাটি সরানো হয়। পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। শনিবার বিকাল থেকে অবিরাম বৃষ্টির কারণেই পাহাড়ের একাংশে ধস নেমেছে। পাহাড়ে বেড়াতে আসা সঞ্জীবন রায় বলেন, শুনলাম ধস নেমেছে তাই মনে আতঙ্কের দানা বেঁধেছে। অন্যদিকে স্থানীয় পরিবেশ প্রেমী শিকারি মাঝি জানান, এই প্রথম অযোধ্যা পাহাড়ে ধস। সত্যিই ভয়ের ব্যাপার। আগে অনেক অনেক ভারী বৃষ্টি হয়েছে কিন্তু এরকম কোনোদিন ধস নামেনি এই প্রথম হাল্কা বৃষ্টিতেই নামল ধস। রাস্তার মধ্যে কোনো গার্ডওয়াল না থাকায় হয়তো এই ধসের কারণ।

হচ্ছে না বেতন, আন্দোলনে পানাগড়ের আবাসনেব নিরাপত্তারক্ষীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দীর্ঘ ৮ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না পানাগড় বাজারের লেক ভিউ নামের একটি আবাসনের নিরাপত্তারক্ষীরা। দীর্ঘদিন ধরে বেতন না মেলায় সমস্যায় পড়েছেন তারা। বর্তমানে বেতন না মেলায় সংসারে আর্থিক অনটন দেখা দিয়েছে।

বাজারে কেউ ধার দিতেও চাইছে না। অনেকের বাড়িতে অসুস্থ বাবা মা থাকলেও টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেন না তারা। এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার বেতন চেয়েও বেতন না মেলায় অবশেষে রবিবার সকাল ১১টায় আবাসনে প্রবেশের প্রধান গেটে তালা দিয়ে তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে আন্দোলনে নামেন নিরাপত্তারক্ষীরা। গেটে তালা মেরে দেওয়ার ফলে আবাসনে প্রবেশ করতে ও বেরতে সমস্যায় পড়েন বাসিন্দারা। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, বেতন দেওয়া তো দূরের কথা। না আছে তাদের পিএফ না আছে ইএসআই। মেলে না পুজোর সময় কোনো বোনাস। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা বেতন পাচ্ছেন, ততক্ষণ তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বেতন না পেলে তারা বাধ্য হয়ে আত্মহত্যা করবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ঘটনার কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে যান কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ মহল। তিনি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে। রবিবার বিকালে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক হলেও কোনো রকম সমাধান সূত্র মেলেনি বলেই জানা গেছে।

গোয়ালমারায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে রক্ত দিলেন ৬১ জন

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

বর্তমান সময়ে ব্লাড ব্যাংকগুলোতে চলা রক্তের সংকট কিছুটা হলেও মেটাতে এগিয়ে এল সুবর্ণ রৈখিক ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা বিষয়ক ফেসবুক গ্রুপ আমারকার ভাষা আমারকার গর্ব। রবিবার সংগঠনের গোয়ালমারা শাখার ব্যবস্থাপনায় ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের গোয়ালমারা বাসস্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। সদ্যপ্রয়াত গ্রুপের পরিচালক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মণিময় সাউয়ের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে এদিনের শিবিরের সূচনা হয়। খারাপ আবহাওয়া সত্ত্বেও এদিনের শিবির ঘিরে আয়োজকদের ও রক্তদাতাদের মধ্য উৎসাহ ছিল তুঙ্গে। গ্রামীণ এলাকায় আয়োজিত এই শিবির ৫ জন মহিলা সহ মোট ৬১ রক্তদাতা রক্তদান করেন। যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই এই প্রথমবার রক্ত দিলেন। পাশাপাশি এদিন গ্রুপের পক্ষ থেকে একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তির হাতে ওয়াকার তুলে দেওয়া হয় এবং ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত রাজীব রাউতের পরিবারের হাতে নগদ চল্লিশ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়।

বেআইনিভাবে গুটকার প্যাকেট বিক্রি করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বেআইনিভাবে গুটকার প্যাকেট বিক্রি করার অভিযোগে পানাগড় বাজার থেকে দুটি টোটো আটক করল কাঁকসা থানার পুলিশ। জানা গেছে, একটি কোম্পানির হয়ে ওই টোটো দুটি গুটকার প্যাকেট গোটা টোটোর গায়ে ঝুলিয়ে পানাগড় বাজারে বিক্রি করছিল। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দিলে কাঁকসা থানার পুলিশ টোটো দুটিকে আটক করে কাঁকসা থানায় নিয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় ওই কোম্পানির আধিকারিকদের। যেভাবে প্রকাশ্যে গুটকা বিক্রয় করা হচ্ছিল এর ফলে সমাজে কুপ্রভাব পড়ার সম্ভাবনার রয়েছে। এমনটাই মত স্থানীয়দের। যার কারণে স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দেয়। টোটো চালকরা জানিয়েছেন একটি কোম্পানির পক্ষ থেকে দুটি টোটো ভাড়া করা হয়েছিল সারা দিনের জন্য। সেই টোটো ভাড়া করার পর তারা কোম্পানির আধিকারিকদের কথামতো টোটোতে

গুটকার প্যাকেট ঝুলিয়ে পানাগড়ের বিভিন্ন এলাকায় কোম্পানির হয়ে প্রচার করছিলেন।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরির পিছনে ধাক্কা স্কুটির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরির পিছনে ধাক্কা স্কুটির। ঘটনাটি ঘটে পানাগড় মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কের উপর কাঁকসার ধোবারু মোড়ের কাছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে আহত স্কুটি আরোহীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এক ব্যক্তি স্কুটি নিয়ে পানাগড় আসার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরির পিছনে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পরেই লরিটি পালিয়ে গেলেও গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ব্যক্তি রাস্তার উপর পড়ে যান। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। দুর্ঘটনার জেরে রাজ্য সড়কে সাময়িক যান চলাচল ব্যাহত হয়। কাঁকসা থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত স্কুটিকে অন্যত্র সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

কাঁকসার সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সকটিতেই এবার মহিলা প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসা ব্লকের সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সকটিতেই এবার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছেন। শুক্রবার কাঁকসা ব্লকের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হয়। এদিন তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানদের শুভেচ্ছা জানান কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের মুখপাত্র প্রভাত চট্টোপাধ্যায়। প্রভাত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতে শান্তিপূর্ণ ভাবেই বোর্ড গঠন হয়েছে। দলের কর্মী সমর্থকরা খুশি যে, এবার কাঁকসা ব্লকের সব গ্রাম পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েত প্রধানরা মহিলা হয়েছেন।

শুক্রবার তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় সকাল ১১টা থেকে। শুক্রবার কাঁকসার বনকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হন তাবাসুম খাতুন, মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হন পাকুমনি হেমব্রম সোরেন এবং বিদবিহার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হন লদীমণি টুডু। শুক্রবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই কাঁকসার বনকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে একে অপরকে সবুজ আবির মাখিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি আনন্দে মেতে ওঠেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। পাশাপাশি এদিন এলাকার মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। কাঁকসা ব্লকের সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে বৃহস্পতিবার চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হন চারজন মহিলা।

ইন্দাসে ডেঙ্গি সচেতনতার প্রচারে স্কুলের কচিকাঁচারা

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

গ্রাম থেকে শহর বিভিন্ন জায়গায় দেখা মিলছে ডেঙ্গির সংক্রমণ। ডেঙ্গি আক্রান্তে মৃত্যুর সংখ্যাও দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, এই পরিস্থিতিতে রাতের ঘুম উড়েছে পুরসভা থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতের। যদিও ডেঙ্গি সংক্রামক রোগ নয়, কিন্তু এই রোগে আক্রান্ত না হওয়ার জন্য একটাই জিনিস করণীয়, তা হল সচেতনতা। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, আশপাশের জমা জলে মূলত ডেঙ্গির মশারা বংশবিস্তার করে। তাই এই ডেঙ্গির সচেতনতার অন্যতম নিদর্শন দেখতে পাওয়া গেল বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের আমরুল অঞ্চলের বাঙালচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

মন্ত্রীরা পথে নেমেছে মানুষকে সচেতন করতে। ইন্দাস ব্লকের বাঙালচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধি তারা, এই স্কুলে তারাই আমলা, তারাই আবার মন্ত্রী, আদতে তারা পাঁচ বছর ছাড়া ছাড়া জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়, এরা প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র। এদিন শিশু সংসদের সেই মন্ত্রীদের মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডেঙ্গির সচেতনতা মূলক প্রচার চালাতে দেখা গেল। শুধু বাড়ি বাড়ি গিয়েই নয়, পথচলতি মানুষদেরও তারা সচেতন করল। এমনকি রাস্তায় র‍্যালিও বার করেছে কচিকাঁচারা। নতুন প্রজন্মের এই ধরনের উদ্যোগ সত্যিই যেন জানান দিচ্ছে, এরা ভবিষ্যতে একটা সুস্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে। এমনটাই মত এলাকাবাসীর। এলাকাবাসীর দাবি, বর্তমানে ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে যদিও প্রশাসন থেকে শুরু করে পুরসভা, পঞ্চায়েত, সবাই পথে নেমেছে। তার সঙ্গে বাড়তি পাওনা বলতে যদি একদল কচিকাঁচা থাকে তা হলে মন্দ কি!

এদিন তাদের স্কুলের সহকারী শিক্ষক জানান, প্রতিবছরই তাদের শিশু সংসদের মন্ত্রীরা কোনও না কোনও পদক্ষেপ করে থাকেন, এবারে তাদের পদক্ষেপ ডেঙ্গি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। কচিকাঁচাদের এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকল স্তরের মানুষ।

ফুঁসছে নদী, ভূমিধসে ফের বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ

সিমলা, ১৩ অগস্ট: প্রবল বৃষ্টির জেরে ফের ভূমিধসে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ। একমাস আগেই বন্যা ও ভূমিধসে কারণে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল হিমাচল প্রদেশ। রবিবার ফের ধস নামল বিলাসপুর জেলায়। যার জেরে বন্ধ করে দিতে হয়েছে ২০৫ নম্বর জাতীয় মহাসড়ক। দু'টি ট্রাক এবং একটি যাত্রীবাহী গাড়িরও ক্ষতি হয়েছে।

প্রবল বৃষ্টির জেরে হিমাচলের আরও বেশ কয়েকটি রাস্তা বন্ধ করে দিতে হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। সিমলা পুলিশ জানিয়েছে, কানলোগের কাছে টুটিকান্দি-ফাগলি বাইপাস, সিমলার এডওয়ার্ড স্কুলের কাছে কার্ট রোড, বেওলিয়ার কাছে মেহলি-বাদাগাঁও-শোঘির রাস্তাতেও যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। ভারী বৃষ্টিপাতের পর ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে মান্ডি জেলায়। ২৪ জুন থেকে বর্ষা শুরু হয়েছে হিমাচলে। তারপর থেকে অতিবৃষ্টি, বন্যা ও ভূমিধস লেগেই রয়েছে। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত বর্ষার বলি হয়েছেন অন্তত ২২৩ জন। নতুন করে এদিন বন্যা ও ভূমিধস শুরু হওয়ায়, এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। হিমাচল প্রদেশে বৃষ্টির প্রকোপ এখনই কমার কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে স্থানীয় দপ্তর। দেরাদুনের আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রের ডিরেক্টর বিক্রম সিং জানিয়েছেন, ১৩ এবং ১৪ অগস্ট, রাজ্যজুড়ে ভারী বৃষ্টি হবে। ইতিমধ্যেই রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। বৃষ্টির জেরে ফুসে উঠেছে খাল-বিল এবং অন্যান্য জলাশয়গুলি। জলাশয়ের কাছাকাছি এলাকার বাসিন্দাদের রবি ও সোমবার বিশেষভাবে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হিমাচলের মন্ত্রী জগৎ সিং নেগি জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশে বৃষ্টি সংক্রান্ত বিপর্যয়ের কারণে প্রায় ৮০০ বাড়ি ভেসে গিয়েছে। আরও ৭,৫০০টি বাড়ি ভেঙেচুরে গিয়েছে। রবিবার থেকে নতুন করে ভারী বৃষ্টি শুরু হওয়ায়, ফের বিপর্যয়ের আশঙ্কায় আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ।

বিপাশা নদীর জলস্তরও ফের বাড়তে শুরু করেছে। মান্ডি জেলার বালহ উপত্যকায় বন্যার জেরে আটকা পড়েছেন বহু পর্যটক। যার মধ্যে আছেন বিদেশিরাও। আবহাওয়ার কারণে চণ্ডীগড়-মানালি জাতীয় সড়কও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভূমিধসের কারণে রাজ্যের সোলান জেলার পারওয়ানুর কাছে চাক্কি মোড়ে ৫ নম্বর জাতীয় সড়কও সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাস্তাটি সংস্কারের কাজ চলছে। বৃহস্পতিবারই, এই রাস্তা হালকা যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, শুক্রবার ভোররাতেই ৫ নম্বর জাতীয় সড়কের সিমলা-কালকা পথে ধস নামে। স্থানীয় কর্তাদের মতে, ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে রাজ্য জুড়ে অসংখ্য জায়গায় ধস নেমেছে।

সিনেমায় 'পাকিস্তানি বধূ' সীমা, হুমকি পেলেন নবনির্মাণ সেনার

মুম্বই, ১৩ অগস্ট: ভারতীয় যুবকের প্রেমে পড়ে তাঁকে বিয়ে করেছেন 'পাকিস্তানি বধূ' সীমা হায়দার। সংবাদ মাধ্যমেও উঠে এসেছে তাঁর নাম। জল্পনা সত্যি করে সিনেমা জগতে পা রেখেছেন সীমা। আর তারপরই নবনির্মাণ সেনার (এমএনএস) হুমকির মুখে পড়তে হল তাঁকে। জানা গিয়েছে, 'করাচি টু নয়ডা' ছবিতে অভিনয় করছেন সীমা। সীমা ও শচিনের জীবনের কাহিনি ফুটে উঠবে এই ছবিতে। প্রযোজক অবশ্য জানিয়েছিলেন, সীমা ও তাঁর পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের জন্যই এই পদক্ষেপ করেছেন। বলিউডে পাক নাগরিকের অভিনয় নিয়ে আপত্তি তুলছে নবনির্মাণ সেনা।

বেআইনি ভাবে সীমার ভারতে আসা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে দুই দেশে। ভারতীয় শচিনের সঙ্গে বিয়ে করে একেবারে হিন্দু পরিবারের বধূ হয়ে উঠেছেন তিনি। ত্যাগ করেছেন বিরিয়ানি। মন দিয়েছেন তুলসি পুজোয়। আর এসব করেই জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে গিয়েছেন সীমা। তাতেই খুলে গিয়েছে ছবির জগতের দরজা। বি-টাউনের প্রযোজক অমিত জানির ছবিতে অভিনয় করছেন সীমা। শুরু হয়ে গিয়েছে শুটিংও।

কিন্তু শুটিং শুরু হতেই রাজ ঠাকরের দলের হুমকির মুখে পড়েছেন তিনি। এমএনএসের নেতা আমেয়া খোপকার জানিয়ে দিয়েছেন, এই ধরনের নাটক বন্ধ না হলে ফল ভাল হবে না। আমেয়ার টুইট, বলিউডে পাক নাগরিকদের কোনও স্থান নেই। এই অবস্থানে আমরা অনড়। পাক মহিলা সীমা বর্তমানে ভারতে রয়েছে। শোনা যাচ্ছিল তিনি নাকি আইএসআইয়ের চর। কিন্তু কয়েকজন মিলে সীমাকে বলিউডের অভিনেত্রী হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। এ ধরনের বিশ্বাসঘাতক প্রযোজকের লজ্জা নেই? এখনই এসব বন্ধ করুন। আর নাহলে এর পরিণতি ভোগ করতে হবে।'

ফোন পাইয়ে দেওয়ার নামে ধর্ষণ, অভিযুক্ত সরকারি কর্মী

জয়পুর, ১৩ অগস্ট: রাজ্য সরকারি প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে ফোন পাইয়ে দেওয়ার টোপ। সেই টোপ দিয়েইএক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল রাজস্থানের এক জনস্বাস্থ্য দপ্তরের এক কর্মীর বিরুদ্ধে। রাজ্য সরকারি প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে ফোন পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিশোরীকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে জনস্বাস্থ্য দপ্তরের এক কর্মীর বিরুদ্ধে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম সুনীলকুমার জাঙ্গাইর।

কিশোরীর আত্মীয়দের অভিযোগ, তাকে প্রথমে একটি গাড়ি করে নিয়ে যান ওই ব্যক্তি। তার পর একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই স্থানীয়রা ওই কর্মীকে গাছে বেঁধে মারধর করেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তোড়াভীম থানায় পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে। গত ১০ অগস্ট বাড়িতে একাই ছিল কিশোরী। তার মা কাজে গিয়েছিলেন। বাবা কর্মসূত্রে থাকেন জয়পুরে। ওই দিন কিশোরীর বাড়িতে যান সুনীল। জানান, রাজ্য সরকারের তরফে বিনামূল্যে ফোন দেওয়া হচ্ছে। সেই ফোন পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কিশোরীকে তাঁর গাড়িতে করে নিয়ে যান। কিশোরী তাঁর মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে, সুনীল নিষেধ করেন। বলা হয় দ্রুত না গেলে ফোন আর পাওয়া যাবে না। কিশোরীও তাঁর কথা বিশ্বাস করে নেয়। অভিযোগ, এর পরই একটি ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করেন সুনীল।

পুলিশকে কিশোরী জানিয়েছে, সে চিৎকার করা শুরু করলে সুনীল একটি ছুরি নিয়ে হামলা করেন। সুনীলের কাছে সে বার বার আর্জি জানায় ছেড়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু খুনের হুমকি দিয়ে তাকে ধর্ষণ করেন। এর পরই সে বাড়িতে পৌঁছে মাকে গোটা ঘটনাটি জানায়। মেয়েকে নিয়ে থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন কিশোরীর মা। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

ওয়েব সিরিজ দেখে ডাকাতি, গুলিতে মৃত্যু বয়স্ক দম্পতির

মেরাট, ১৩ অগস্ট: ওয়েব সিরিজ দেখে ডাকাতির ছক! ডাকাতিতে বাধা দেওয়ায় বয়স্ক দম্পতিকে খুন করল দুই যুবক। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের মেরাটের ব্রহ্মপুরী এলাকার।

জানা গিয়েছে, ওয়েব সিরিজ দেখেই ডাকাতির ছক মাথায় আসে দুই যুবকের। মাস তিনেক ধরে রেইকিও করে। পরিবারের সদস্যরা কখন বাড়ি থাকেন, কখন থাকেন না সে সব তথ্য জোগাড় করে উত্তরপ্রদেশের মেরাটের নির্দিষ্ট বাড়িতে ঢোকে অভিযুক্তরা। ডাকাতিতে বাধা দেওয়ায় বৃদ্ধ দম্পতিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধের। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় বৃদ্ধার। শনিবার দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি মেরাটের ব্রহ্মপুরী এলাকার। ডাকাতিতে অভিযুক্ত এলএলবি-র অন্তিম বর্ষের ছাত্র প্রিয়াংশ শর্মা (২৫)। অন্য অভিযুক্ত যশ শর্মা (২৪) একটি ব্যাটারির দোকানের কর্মী। রেইকি অনুযায়ী ভোররাতে জৈন পরিবারের বাড়িতে হামলা চালায় তারা। বৃদ্ধ দম্পতির ছেলে সেই সময় প্রাতঃভ্রমণে বের হন। গ্যাস কাটার দিয়ে গ্রিল কেটে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে। যদিও টের পান বৃদ্ধ দম্পতি। তাঁরা ডাকাতিতে বাধা দেওয়ায় গুলি চালায় অভিযুক্তরা। কাজ সেরে একটি বাইকে চেপে পালিয়ে যান দুই যুবক। এদিকে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ধান কুমার জৈনের (৭৩)। ধানের স্ত্রী অঞ্জু জৈনের (৬৫) মৃত্যু হয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়। ঘটনার তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে শনিবার অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এসপি (শহর) পীযুষ কুমার জানিয়েছেন, দুই যুবক জেরায় জানিয়েছেন, একটি ওয়েব সিরিজ দেখে ডাকাতির ছক কষেছিলেন তাঁরা। যদিও প্রচুর রেইকির পরেও ধরে পড়ে যান। অন্যতম কারণ তাঁদের বাইকের ভুয়ো নম্বর। এছাড়াও দুই যুবকের পরনে ছিল কালো ট্রাকশ্যুট এবং হেলমেট। এতেই সন্দেহ হয় পুলিশের। তাঁদের বিরুদ্ধে খুন, ডাকাতি-সহ একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে।

স্বাধীনতা দিবসে 'সেলফি'তে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৩ অগস্ট: মঙ্গলবার ১৫ অগস্ট ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস। গোটা দেশ তৈরি হচ্ছে স্বাধীনতার অমৃতকাল উদযাপনের জন্য। তবে, এবারের স্বাধীনতা দিবসের অন্যতম আকর্ষণ সরকার আয়োজিত সেলফি প্রতিযোগিতা। মোদি সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প এবং উদ্যোগের বিষয়ে দিল্লির ১২টি জায়গায় ১২টি 'সেলফি পয়েন্ট' স্থাপন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই সেলফি পয়েন্টগুলিতে সাধারণ মানুষ সেলফি তুলে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে সামিল হতে পারবেন। সরকারের মাইগভ পোর্টালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে একটি অনলাইন সেলফি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। ১৫ থেকে ২০ অগস্টের মধ্যে এই পোর্টালে, সেলফি পয়েন্টগুলিতে তোলা ছবি পোস্ট করা যাবে। প্রতিটি সেলফি পয়েন্টে তোলা একটি করে সেলফি বেছে নিয়ে মোট ১২ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। বিজয়ীরা প্রত্যেকে ১০,০০০ টাকা করে অর্থ পুরস্কার পাবেন।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে 'হরঘর তিরাঙ্গা' প্রচারও চালু করেছে সরকার। ১৩ থেকে ১৫ অগস্ট পর্যন্ত এই প্রচারে অংশ নিতে দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রচারের অংশ হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলির প্রোফাইল ছবি বদলে, ভারতের জাতীয় পতাকার ছবি দিয়েছেন। দেশের প্রত্যেক নাগরিককেও, তাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের ডিসপ্লে পিকচার বদলে জাতীয় পতাকার ছবি দিতে অনুরোধ করেছেন তিনি।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সবথেকে বড় অনুষ্ঠানটি হয় দিল্লির লাল কেল্লায়। প্রতি বছরের মতো এবারও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন তিনি। স্বাধীনতা দিবসে প্রায় ১,৮০০ জন 'বিশেষ অতিথি'-কে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে। এই অতিথি তালিকায় রয়েছেন, প্রান্তিক বিভিন্ন গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান, কৃষি উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্প এবং প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার সুবিধাভোগীরা, কেন্দ্রীয় ভিস্তা প্রকল্পের নির্মাণকর্মীরা, খাদি কর্মীরা, সড়ক নির্মাণ, অমৃত সরোবর এবং হর ঘর জল যোজনার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, নার্স এবং মৎসজীবীরা। পুরো অনুষ্ঠান পরিচালনা করবে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী। মেজর নিকিতা নায়ার এবং মেজর জেসমিন কওর জাতীয় পতাকা উত্তোলনে প্রধানমন্ত্রীকে সহায়তা করবেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে, 'লাইন অ্যাস্টার্ন ফর্মেশনে' ভারতীয় বায়ুসেনার দুটি অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার মার্ক-৩ 'ধ্রুব' অনুষ্ঠানস্থলে ফুলের পাপড়ি বর্ষণ করবে।

পাকিস্তানে চিনা ইঞ্জিনিয়ারদের কনভয়ে হামলা চালাল জঙ্গিরা

ইসলামাবাদ, ১৩ অগস্ট: ফের পাকিস্তানে চিনা ইঞ্জিনিয়ারদের কনভয়ে হামলা চালাল জঙ্গিরা। পালটা জবাব দেয় নিরাপত্তারক্ষীরা। গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছে দুই জঙ্গির। বাকিরা আহত অবস্থায় পলাতক হয়েছে। সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দুই নিরাপত্তারক্ষী। ঘটনার দায় স্বীকার করেছে বালুচ জঙ্গি সংগঠন।

রবিবার গোয়াদরে ফকর ব্রিজের উপর সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ চিনা ইঞ্জিনিয়ারদের কনভয়ে হামলা চালায় জঙ্গিরা। ওই ইঞ্জিনিয়াররা একটি চিনা নির্মাণ সংস্থার কর্মী বলে জানা গিয়েছে। ব্রিজের উপর বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় জঙ্গিরা। এর পর এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। কনভয়ের নিরাপত্তারক্ষীরা পালটা গুলি ছোঁড়ে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমের দাবি, প্রায় ঘণ্টা দুয়েক সংঘর্ষ চলে নিরাপত্তারক্ষী এবং জঙ্গিদের মধ্যে।

সংঘর্ষে দু'জন জঙ্গিকে খতম করে নিরাপত্তারক্ষীরা। অন্য জঙ্গিরা আহত অবস্থায় পলাতক হয় বলে খবর। অন্যদিকে গুলির লড়াইয়ে আহত হয়েছেন দু'জন নিরাপত্তারক্ষী। টুইটারে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, সেতুর উপর বিস্ফোরণের দৃশ্য। সংঘর্ষের ঘটনায় শহরের একাধিক রাস্তায় যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। চিনা ইঞ্জিনিয়ারদের উপর হামলার দায় স্বীকার করেছে বালুচ লিবারেশন আর্মি। এদিকে এই ঘটনায় চিন্তিত পাকিস্তানের চিনা দূতাবাস। পরবর্তী নির্দেশ ছাড়া বালুচিস্তান এবং সিন্ধের বসবাসকারী চিনা নাগরিকদের ঘর থেকে বেরোতে বারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছর মে মাসে করাচি ইউনিভার্সিটিতে একটি আত্মঘাতী হামলায় চার জনের মৃত্যু হয়েছিল। মৃতদের মধ্যে তিনজনই ছিলেন চিনা নাগরিক।

HOWRAH MUNICIPAL CORPORATION
Borough Committee-IV
82, Narasingha Dutta Road Howrah-711101

E-TENDER

NIT No: E-TN/001/A.E/Br-IV/23-24 **Date: 14.08.2023**
For details of N.I.T. please refer to notice board of Borough-IV & also H.M.C. website i.e. **www.myhme.in & wbtenders.go.in.**
Bid submission starting date: **16/08/2023**
Bid submission closing date: **25/08/2023**
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-IV, H.M.C.

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড
CIN : L15122WB2007PLC162762
রেজিঃ অফিস: হায়াত রিজেন্সি কলকাতা,
জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯৮, পঃবঃ, ভারত
ফোন: ০৩৩ ৬৮২০ ১৩৪৪/৪৬, **ফ্যাক্স:** ০৩৩ ২৩৩৫ ৮২৪৬,
ইমেল আইডি: investorrelations@ahleast.com; **ওয়েবসাইট:** www.ahleast.com

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য এবং লভ্যাংশ

শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে কোম্পানির ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'')/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস(''ওএভিএম'') এর মাধ্যমে সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৩.০০ টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি এবং সিকিউরিটিজ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (''সেবি'') (লিস্টিং অবলিগেসন এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর সঙ্গে এই বিষয়ে এমসিএ এবং সেবি দ্বারা জারি করা প্রযোজ্য সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে ব্যবসায় লেনদেন করবে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অনুসারে।
উপরের সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ১৬তম এজিএম এর নোটিশ এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্টের ইলেকট্রনিক কপিগুলি সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (''আরটিএ'') / ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (গুলি) (''ডিপিএস'') এর সঙ্গে নিবন্ধিত। আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ১৬ তম এজিএম এর বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট: www.ahleast.com, https://www.bselndla.com/, https://www.nseindia.com/ এবং http://evoting.kfintech.com এ ও উপলব্ধ করা হবে। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে নোটিশের প্রকৃত কপিগুলি সেই শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যারা এটির জন্য অনুরোধ করবে।
ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি
এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সহ ই-ভোটিংয়ের জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এজিএম এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে।
বুক ক্লোজার, লভ্যাংশের রেকর্ড তারিখ এবং তার অর্থ প্রদান
শেয়ারহোল্ডাররা লক্ষ্য করবেন যে সোমবার, ২২ মে, ২০২৩ অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালন পর্ষদ ৩১ মার্চ, ২০২৩-এ সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারে ২.৫০/- টাকা লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে।
সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই মঙ্গলবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে সোমবার, ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
লভ্যাংশ, অনুমোদিত হলে, শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা লভ্যাংশ ঘোষণার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে প্রদান /ক্রেডিট/প্রেরণ করা হবে যে সমস্ত সদস্যদের নাম রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৩ কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে উপস্থিত থাকবে এবং ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ারধারীদের ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড যে সদস্যদের নাম রেকর্ডের তারিখে অর্থাৎ ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সুবিধাভোগী মালিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে তাদের লভ্যাংশের অর্থ প্রদান করা হবে।
কোম্পানির সাথে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধিত সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে পেমেন্ট করা হবে। ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট/ডিমান্ড ড্রাফ্ট/চেক সেই সকল সদস্যদের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরণ করা হবে যারা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেননি। লভ্যাংশ প্রাপ্তিতে বিলম্ব এড়াতে, শেয়ারহোল্ডারদের তাদের ডিপোজিটরিজ (যেখানে শেয়ারগুলি ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে রাখা আছে) এবং কোম্পানির আরটিএ (যেখানে শেয়ারগুলি ফিজিক্যাল মোডে রাখা আছে) এর কাছে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য তাদের কেওয়াইসি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান: কলকাতা **সৌমেন চ্যাটার্জি**
তারিখ: ১৪.০৮.২০২৩ **চিফ লিগাল অফিসার অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি**

E-TENDER
Sealed E-Tender vide NIT No. 02/Nalhati/2023-24 (2nd Call) to NIT No. 19/Nalhati/2023-24 (2nd Call) (Eighteen number) is hereby invited from the bonafide, resourceful and experience Contractor for Construction of Masonery Dug Well a) Tender Value : Rs. 3,57,552/- each b) Last date of application: 29.08.2023 up to 18.30. For details visit : **www.wbtenders.gov.in**
Officer-in-Charge
WBCADC Nalhati-I Project

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ - I, কলকাতা
'নাগাল্যান্ড হাউস' ৯ম তল, ১১ এবং ১৩ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন - ০৩৩-২২৮১০৬২২/২৩, ফ্যাক্স - ০৩৩-২২৮২৯১৩৪, ই-মেল - sbi.04151@sbi.co.in
ই-নিলাম নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - শ্রীদীপ ব্যানার্জি, ই-মেল আইডি - clo5.04151@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১২১৪৭

[দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬) সহিত পঠিত রুল ৯(১)]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে স্থাবর সম্পদের বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ ০৪.০৯.২০২৩
সময় - ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ), জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়ী সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (লিড ব্যাঙ্ক), নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে ভাবে আছে' বিক্রি করা হবে ০৪.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত (**ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** মাধ্যমে) বকেয়া **১,০৯,৩৯,৫০,২২৬.৪৪ টাকা (একশো নয় কোটি উনচল্লিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার দুশো ছাব্বিশ টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা)** টাকা **৩১.০৭.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা **সৌম্য মাইনিং লিমিটেড পূর্বতন সৌম্য মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা), শ্রী অশোক জৈন (ব্যক্তিগত জামিনদাতা), শ্রীমতি প্রদন্য জৈন (ব্যক্তিগত জামিনদাতা) এবং শ্রী অজয় জৈন (ব্যক্তিগত জামিনদাতা) এবং সৌম্য ইনফ্রাভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড (কর্পোরেট জামিনদাতা)** কাছ থেকে।
সম্পত্তির বিস্তারিত এবং সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নমতে -

ক্রম নং	সম্পত্তি/সম্পদের বিস্তারিত	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১.	**(সম্পত্তি আইডি SBIN 200001422938)** (প্রতীকী দখলীকৃত) বহু ভাগে খালি জমি খসরা নং ১৮০৫, ১৮০৪/১, ১৮০৬/১, ১৮৬২, ১৫১০/২, ১৭৩৬, ১৭৩৭, ১৭৩১/২, ১৭৩৪/২, ১৭৩৫, ১৫০৯/৩, ১৮১৮/২, ১৫৬৯/১, ১৬৮১/৩, ১৪৫৩/৫, ১৪৬২, ১৫৭০, ১৫৭১, ১৭২৪/২, ১৮৩২, ১৮৩৩, ১৮৩৪, ১৮৫৭/১, ১৭৬৮, ১৭৫২/১, ১৭৫২/৩, ১৭৫৪/২, ১৭৫৬/২, ১৮০৪, ১৮০৬/২, ১৪৫৩/৩, ১৪৫৮/২, ১৪৬০, ১৭৬০/২, ১৭৭৫/২, ১৭৭৬/১, ১৭৭৬/২, ১৭৯১, ১৭৯২, ১৭৯৫, ১৭৭৯/৩, ১৭৮৭/২, ১৭৪৩/২, ১৭৫২/২, ১৭৫৪/১, ১৭৫৬/১, ১৭৫৩/৩, ১৭৫৩/৪, ১৭৩৮, ১৭৩৯, ১৭৫৫, ১৭৭০, ১৭৪২, ১৭৮৬/১, ১৭৮৭/১, ১৭৫৩/১, ১৭৫৩/২ উল্লেখ্য দলিল নং ২৫০৮, ২৫০৯, ২৫১০, ২৫১১, ২৫১২, ২৮৫৪, ২৮৫৫, ২৮৫৬, ২৮৫৭, ২৮৫৮, ২৮৫৯, ৬০০, ৫৯৬, ৫৯৩, ৫৯১, ৫৯০, ৫৯২, ৬০২, ৫৯৫, ৫৮৯, ৫৯৪ অনুযায়ী সৌম্য মাইনিং লিমিটেড-এর নামে এবং খসড়া নং ১৪৪৭/২, ১৪৫৯, ১৭৪১/১, ১৭৭৩/১, ১৭৭৫/৩, উল্লেখ্য দলিল নং ৯০৪ এবং ৯০৫ অনুযায়ী অশোক কুমার জৈন-এর নামে পরিমাণ ১১.১৩৫ হেক্টর মৌজা - আরুদা, পিএইচ ৩০, থানা - পুসোর তহশিল রায়গড় আরুদা গ্রামপঞ্চায়েত অধীন জেলা - রায়গড় ছত্তিশগড়। **সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় : ২১.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত।**	ক) ২,০৭,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২০,৭০,০০০.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট **https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** দেখুন।
তারিখ - ১৪.০৮.২০২৩, স্থান - কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

বাগান ফুটবলাররা আনফিট- মরশুমের প্রথম ডার্বি জিতেই ফেরান্দোকে ঠুকলেন কুয়াদ্রাত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডার্বিতে হারতে হারতে একেবারে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের। অবশেষে সাড়ে চার বছর পর বদলাল ডার্বির রং। কার্লেস কুয়াদ্রাতের স্ট্র্যাটেজিতেই আটকে গেল মোহনবাগান। হার মানলেন গত বছর সবুজ-মেরুনকে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন করা কোচ জুয়ান ফেরান্দোও। আর মোহনবাগানকে হারানোর পরেই ফেরান্দো বাহিনীকে নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না কুয়াদ্রাত।

ডার্বি জয়ের পর বাগানের ফুটবলারদের ফিটনেস নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন লাল-হলুদ কোচ। তিনি সাফল বলে দেন, 'মোহনবাগানের হাতে অনেক তারকা ফুটবলার রয়েছে। কারণ ওরা অনেক বেশি টাকা বিনিয়োগ করেছে। তবে কিন্তু ওদের ফুটবলাররা এখনও পুরো ফিটই নয়। যে কারণে কামিন্স, সাদিকু, পেত্রাতোসদের পুরো ম্যাচ খেলাতে পারেনি ওরা। তবে এটাও ঠিক যে প্রাক মরসুম প্রতিযোগিতায় সবাইকে সমান ভাবে খেলানো সম্ভব নয়। কিন্তু শারীরিক ভাবে ওদের সবাইকে পুরোপুরি ফিট মনে হয়নি।'

তবে প্রতিপক্ষকে নিয়ে বেশি কথা না বাড়িয়ে নিজের দল নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন কুয়াদ্রাত। দলের একমাত্র গোলদাতা নন্দকুমারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন তিনি। পাশাপাশি হরমনজোৎ সিং খাবরারও কথাও আলাদা করে বলতে ভুললেন না কুয়াদ্রাত। তিনি বলছিলেন, 'নন্দ প্রচুর পরিশ্রম করেছে অনুশীলনে। এর আগেও অনেক ভালো ভালো গোল করেছে ও। আমি খাবরার কথাও আলাদা করে বলব। আগের ম্যাচে ওর ভুলে গোল খাওয়ার পর খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। আজ নিজের পারফরম্যান্স দিয়ে সবটা সুদে-আসলে মিটিয়ে দিয়েছে। নিশু পরের ম্যাচে খেলতে পারবে। তাই আমাদের হাতে বিকল্প রয়েছে। বিদেশিরা শারীরিক ভাবে পুরোপুরি সুস্থ নয়। কিন্তু সেটাও হয়ে যাবে। প্রতিটা ম্যাচে যে পরিকল্পনা করছি, সেটা কাজে লাগছে, এতেই খুশি।'

ডার্বি জয়ের পুরো কৃতিত্বই তিনি দিলেন ফুটবলারদের। কুয়াদ্রাত বলেন, 'কয়েক দিন আগেই আমরা দুই পয়েন্ট হারিয়েছিলাম একটা ম্যাচে। কিন্তু সেই স্মৃতি ভুলে ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম। দলের মধ্যে লড়াকু মানসিকতা তৈরি করতে চাই। ফুটবলে কেউ এক দিন নায়ক হয়, একদিন খলনায়ক হয়। অনুশীলনে প্রত্যেকে কঠোর পরিশ্রম করছে। আপাতত পরের ম্যাচে আমরা পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ভালো খেলতে চাই। ওরা পরের বার আইএসএল খেলছে। আমরা ম্যাচটা জিতে কোয়ার্টারের যোগ্যতা অর্জন করতে চাই।' সঙ্গে তিনি যোগ করেন, 'এখনও অনেক পরিশ্রম করতে হবে আমাদের। আমি খুব খুশি। তবে আরও বেশি খুশি সমর্থকদের জন্যে। ম্যাচের পর যখন ওরা মাঠে নেমে এসেছিলেন তখন ওদের চোখে আনন্দাশ্রু দেখতে পেয়েছিলাম। সেটাই আমার কাছে বড় প্রাপ্তি।'

অবসর ভেঙে স্টোকস ফিরুন বিশ্বকাপে, আর্জি ইংল্যান্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবসর ঘোষণা করার পর পুনরায় ক্রিকেটে ফিরেছেন এমন ক্রিকেটারের সংখ্যা নেহাতই কম নয়। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড এ বার চাইছে এমনটা করুক তাঁদের অন্যতম তারকা ক্রিকেটার বেন স্টোকস। ডেইলি মেইলের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ বারের অ্যাসেজে মইন আলিকে যেভাবে ফিরিয়েছিল ইংল্যান্ড, ঠিক তেমন ভাবেই ইসিবি চাইছে ওডিআই বিশ্বকাপের দলে বেন স্টোকসকে ফেরাতে।

২০২২ সালে বেন স্টোকস ওডিআই ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারকে ছাড়া বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসতে চায় না ইসিবি। তাই এ বার ইংল্যান্ডের টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে বেন স্টোকসকে তাঁর অবসর ভেঙে ওডিআই ক্রিকেটে ফেরানোর আর্জি জানানো হবে। ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডের ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ের নেপথ্যে বড় অবদান ছিল তারকা অলরাউন্ডার বেন স্টোকসের।

সূত্রের খবর, ভারতের মাটিতে বসতে চলা ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য আগামী মঙ্গলবার স্কোয়াড বেছে নিতে চলেছে ইসিবি। তার আগে ইংল্যান্ডের সাদা বলের কোচ ম্যাথু মট জানিয়েছেন, বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঠিক করার আগে দু'টি বিষয় তাঁর দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে। এক, বেন স্টোকসকে অবসর ভেঙে ফেরার আর্জি জানানো। দুই, ২০১৯ বিশ্বকাপ জয়ের অপর এক নায়ক জোফ্রা আর্চারের মেডিকেল রিপোর্ট। এ বারের অ্যাসেজে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিলেন বেন স্টোকস। তাঁকে নিয়ে ম্যাথু মট বলেন, 'স্টোকসের সঙ্গে যোগাযোগ করবে জস বাটলার। ওকে দলে ফেরাতে আমরা আগ্রহী। আমরা এখনও ওর ফেরার ব্যাপারে আশাবাদী। ও কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাই দেখার। আমি সব সময় বলেছি ওর ব্যাটিং, ফিল্ডিং তো সেরা বটেই, সঙ্গে ওর বোলিং আমাদের কাছে একটি বাড়তি পাওনা।' উল্লেখ্য, এ বারের ওডিআই বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে, ৫ অক্টোবর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামবে ইংল্যান্ড। ওই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে।

মহানায়কীয় পারফরম্যান্সে আল-নাসেরের হয়ে প্রথম ট্রফিজয় রোনাল্ডোর, গড়লেন রেকর্ডও

নিজস্ব প্রতিনিধি: তাঁর বয়স ৩৮। যে বয়সে অধিকাংশ ফুটবলার চলে যান বাতিলের খাতায়। কিন্তু তাঁর নাম ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এই বয়সে এসেও তাঁকে নতুন নতুন রেকর্ড গড়তে হয়। এবং তিনি গড়েন। যেমনটা গড়লেন রবিবার রাতে। নিজের ক্লাব আল-নাসেরকে শুধু যে প্রথম ট্রফি দিলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে গড়ে ফেললেন গার্ড মুলারের রেকর্ডও।

রবিবার রাতে আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়ন্স কাপের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আল-হিলালকে ২-১ গোলে হারিয়ে দিল রোনাল্ডোর ক্লাব আল-নাসের। আল-নাসেরের হয়ে দু'টি গোলই করলেন রোনাল্ডো। তাৎপর্যপূর্ণ একজন ফুটবলার লালকার্ড দেখায় ম্যাচের দীর্ঘ সময় ১০ জনে খেলতে হয়েছে রোনাল্ডোদের। তা সত্ত্বেও স্রেফ সিআর সেভেনের মহানায়কোচিত পারফরম্যান্সের সুবাদে গত দুই মরশুমের প্রথম ট্রফি জিতল আল-নাসের।

রবিবার ম্যাচের প্রথম গোলটি পেয়েছিল আল-হিলালই। ৫১ মিনিটে গোলটি করেন আল-হিলালের মাইকেল। পিছিয়ে পড়েন রোনাল্ডোরা। ম্যাচের ৭৪ মিনিটে আবার লাল-কার্ড দেখেন আল-নাসেরের আমিরি। ১ গোলে পিছিয়ে পড়ার পর আবার একজন ফুটবলার কমে যায় আল-নাসেরের। সেখান থেকে স্রেফ রোনাল্ডর ক্যারিশমায় ম্যাচে ফেরে তাঁর ক্লাব। ৭৫ মিনিটেই সমতা ফেরান ক্রিশ্চিয়ানো। খেলা অতিরিক্ত সময়ে গড়ালে ৯৮ মিনিটে দুর্দান্ত হেড দিয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি। আল-নাসের জেতে ২-১ গোলে। নতুন ক্লাবে রোনাল্ডোর এটি প্রথম ট্রফি। শুধু ট্রফি জয় নয়, এদিন গার্ড মুলারের রেকর্ডও ভেঙেছেন ক্রিশ্চিয়ানো। আল-হিলারের বিরুদ্ধে করা তাঁর দ্বিতীয় গোলটি হেড দিয়ে করা কেরিয়ারের ১৪৫তম গোল। হেড দিয়ে এত গোল আর কোনও ফুটবলার করেননি। এর আগে এই রেকর্ড ছিল গার্ড মুলারের দখলে। তিনি কেরিয়ারের ১৪৪টি গোল করেছিলেন হেডারের মাধ্যমে।

বিমানে উঠতে দেওয়া হল না শেফালিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিমান ছাড়ার ২৫ মিনিট আগে বিমানবন্দরে পৌঁছেছিলেন। তার পরেও তাঁকে বিমান উঠতে দেওয়া হয়নি বলে ক্ষোভ জানিয়েছেন ভারতের মহিলা ক্রিকেটার শেফালি বর্মা। বিমান সংস্থা ইন্ডিগোর বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁর। শেফালির আরও অভিযোগ, বিমান সংস্থার কর্মীরা তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন।

সমাজমাধ্যমে নিজের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন শেফালি। তিনি লিখেছেন, ''দিল্লি থেকে বারাণসী যাচ্ছিলাম। বিমান ছাড়ার ২৫ মিনিট আগে বিমানবন্দরে পৌঁছেছিলাম। অনেক অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তার পরেও আমাকে বিমানে উঠতে দেওয়া হয়নি। কর্মীরাও খারাপ ব্যবহার করেছিলেন। ইন্ডিগোর অভিজ্ঞতা ভাল নয়।

শেফালি এ কথা জানানোর পরে সমাজমাধ্যমে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। কারও মতে, বিমান ধরতে যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরে যত ক্ষণ আগে পৌঁছনো দরকার তার থেকে দেরিতে পৌঁছেছিলেন শেফালি। তত ক্ষণে যাত্রীরা বিমানে উঠতে শুরু করে দেন। শেফালির জন্য বিমান ছাড়তে দেরি হলে অন্য যাত্রীরা অভিযোগ করতে পারতেন। বিমান সংস্থা নিয়ম মেনেই তাঁকে উঠতে দেয়নি। আবার অন্য একটি অংশের মতে, শেফালিকে অন্যায় ভাবে উঠতে দেওয়া হয়নি। তিনি যখন বিমানবন্দরে পৌঁছেছিলেন তখন চাইলেই তাঁকে বিমানে ওঠার অনুমতি দেওয়া যেত। বিমান সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তাঁরা।

এই বিষয়ে অবশ্য ইন্ডিগোর তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি। শেফালি বিমান সংস্থার বিরুদ্ধে কোনও লিখিত অভিযোগ করেছেন কি না, তা-ও জানা যায়নি।

এশিয়া কাপে দল ঘোষণার আগে বুমরার বোলিংয়ের মুখোমুখি রাহুল

বেঙ্গালুরু: লোকেশ রাহুল কতটা ফিট? তিনি কি জাতীয় দলে ফেরার জন্য তৈরি? এই প্রশ্নের উত্তর খুব তাড়াতাড়ি পেতে চলেছেন ভারতের ভক্তরা। দিন চারেক আগেই জানা গিয়েছিল আজ, ১৩ অগস্ট রবিবার কিংবা সোমবার বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে এক অনুশীলন ম্যাচে খেলবেন লোকেশ রাহুল। সেখানে ফিটনেস টেস্টে তিনি পাস করে গেলে তাঁর জাতীয় দলে ফেরার সম্ভবনা উজ্জ্বল হবে। এরই মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে ভারতের তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরার বোলিংয়ের মোকাবিলা করছেন লোকেশ রাহুল। যা দেখে রাহুলের ফ্যানেরা রীতিমতো খুশি।

লোকেশ রাহুল এবং জসপ্রীত বুমরা দুই ভারতীয় ক্রিকেটার চোটের জন্য দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে। বুমরা-রাহুলরা তাঁদের অস্ত্রোপচারের পর রিহ্যাব পর্বের জন্য বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রয়েছেন। সেখানে তাঁরা ধীরে ধীরে ম্যাচ ফিট হয়ে উঠেছেন। চলতি অগস্টে ভারত আয়ার্ল্যান্ড সফরে যাবে। বুমরাকে বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে ম্যাচ ফিট বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ভারত-আয়ার্ল্যান্ড সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে জসপ্রীত বুমরাকে। তবে লোকেশ রাহুল কবে জাতীয় দলে ফিরছেন, তা নিয়ে এখনও বোর্ডের পক্ষ থেকে কিছু ঘোষণা করা হয়নি। এরই মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে বুম বুম বুমরার বলের সামনে নেটে অনুশীলন করছেন রাহুল। যা দেখে রাহুলের ভক্তদের মনে স্বস্তি ফিরেছে। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী খুব শীঘ্রই এশিয়া কাপের জন্য বিসিসিআই ভারতীয় স্কোয়াড ঘোষণা করতে চলেছে। তার আগে রাহুল যদি নিজেকে ফিট বলে প্রমাণ করতে পারেন, তা হলে এশিয়া কাপেই তাঁর জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হতে পারে।

রোনাল্ডোকে অনুসরণ নেইমারের? আল হিলাল থেকে এক পা দূরে নেইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: নেইমারের তাহলে একটা গতি হলো! দলবদলের বাজারের বিশ্বাসযোগ্য সাংবাদিক ফাব্রিজিও রোমানোর একটি টুইট অন্তত সেটাই বলে। গতকাল করা ইতালিয়ান এই সাংবাদিকের টুইটটি ছিল এ রকম, 'আল হিলাল নেইমার জুনিয়রের জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, প্রস্তাবটা বিশাল অঙ্কের।' রোমানোর এই টুইটের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রান্সের আরএমসি স্পোর্টের সাংবাদিক জানিয়েছেন, 'নেইমার সৌদি আরবের পরাশক্তি দলের সঙ্গে চুক্তি করা থেকে আর মাত্র এক ধাপ দূরে।' রোমানো এরপর আরেকটি টুইট করেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'আলোচনা চলছে। অফিশিয়াল কাগজপত্র নেইমারের আলোচকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। নেইমার ও আল হিলালের পরের ধাপের আলোচনা শুরু হয়েছে।'

জল্পনার জন্ম দেয় ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্র্যাব্রিজিও রোমানোর একটি টুইট। তিনি জানান, আল হিলাল নেইমার জুনিয়রের জন্য প্রস্তাব দিয়েছে পিএসজিকে। এবং প্রস্তাবের অঙ্কটা বিশাল। নেইমারের সঙ্গে আল হিলালের চুক্তি নাকি শুধু সময়ের অপেক্ষা। পরে রোমানো আরও একটি টুইটে জানান, পিএসজি এই প্রস্তাবে সম্মত। নেইমারের কাছে কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে। ব্রাজিলিয়ান তারকার সঙ্গে আল হিলালের পরের ধাপের আলোচনা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ সৌদি আরবের ক্লাবটির প্রস্তাব ভেবেচিন্তে দেখছেন তিনি।

২০১৭ সালে রেকর্ড ২২২ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে বার্সেলোনা থেকে পিএসজিতে গিয়েছিলেন নেইমার। দলবদলের বাজারে হইচই ফেলে দিয়েছিল সেই চুক্তি। এরপর বিভিন্ন সময়ে নেইমারের পিএসজি ছাড়ার খবর ছড়িয়েছে। শেষমেশ বহাল তবিয়তে ফ্রান্সের ক্লাবটিতে থেকে গিয়েছেন তিনি। তবে এ বার আর জল্পনা নয়। সত্যিই প্যারিস ছাড়ছেন নেইমার। চারগুণ বেতন কমিয়েও স্পেনে ফেরার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিলেন। মাঝখান থেকে আল হিলালের বিপুল অর্থের চুক্তির প্রস্তাবে গতিপথ বদলাতে পারেন ব্রাজিলিয়ান। এর মধ্যেই আবার খবর আসে, পিএসজির ক্রীড়া পরিচালক লুইস কাম্পোস ও কোচ এনিরেকে নেইমারকে জানিয়ে দিয়েছেন; তাঁদের ২০২৩,২৪ মৌসুমের পরিকল্পনা থেকে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডকে বাদ দিয়েছেন। আলোচনা যখন এই গতিতে এগোচ্ছিল, নেইমারের বার্সায় ফেরার সম্ভাবনা ফের উঁকি দেয়। শোনা যাচ্ছিল আর্থিক সংকটের কারণে ক্লাবটি নেইমারকে এই মুহূর্তে সরাসরি পিএসজির কাছ থেকে কিনতে পারছে না। কিন্তু তিনি যদি সৌদি আরবের কোনো ক্লাবে যান, সেখান থেকে ধারের চুক্তিতে তাঁকে দলে ভেড়াবে ক্যাম্প ন্যুয়ের ক্লাবটি। এমনও খবর আসে যে নেইমারের সঙ্গে বেতন নিয়েও কথা হয়েছে বার্সেলোনা কর্তৃপক্ষের। বছরে তাঁকে ১ কোটি ৩০ লাখ ডলার দিতে রাজি হয়েছে বার্সেলোনা। যেটা পিএসজিতে তাঁর এখনকার বেতনের চেয়ে প্রায় চার গুণ কম। নেইমার নাকি এতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। এর মধ্যেই এসেছে আল হিলালের প্রস্তাব। তবে আল হিলাল ঠিক কী অঙ্কের প্রস্তাব দিয়েছে, সেটা এখনো জানা যায়নি। কে জানে, শেষ পর্যন্ত নেইমারের গন্তব্য কী!

হকিতে চক দে! মালয়েশিয়াকে হারিয়ে এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন ভারত

চেন্নাই: এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকিতে চতুর্থ বার চ্যাম্পিয়ন হওয়াই লক্ষ্য ছিল ভারতের। সেই লক্ষ্যে শেষ বাধা ছিল মালয়েশিয়া। গ্রুপ পর্বে যে দলকে ৫ গোল দিয়েছিল ভারত। দুই দলের মুখোমুখি সাক্ষাৎকারেও অনেক এগিয়েছিল ভারত। সেমিফাইনালে জাপানকে পাঁচ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল ভারত। এর মধ্যে বাড়তি প্রাপ্তি ছিল চারটিই ফিল্ড গোল। টিম গেমের অনন্য নিদর্শন। আলাদা করে বলতে হয় জাপানের বিরুদ্ধে সুমিতের গোলটির কথা। টুর্নামেন্টের সেরা গোলও বলা হচ্ছে। গ্রুপ পর্বে অপরাজিত। শুধু তাই নয়, জাপান ম্যাচ ছাড়া গ্রুপে সব ম্যাচেই ভারতীয় দল জিতেছিল। ভারতীয় দলকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল গ্রুপের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানকে বিশাল ব্যবধানে হারানো।

কিন্তু শনিবার চেন্নাইয়ের রাধাকৃষ্ণণ স্টেডিয়ামে পেনাল্টি কর্নার থেকে ভারতকে এগিয়ে দিয়েছিলেন যুগরাজ সিং। তবে এরপর পরপর তিনটি গোল হজম করল ভারত। আবু, রাজি রহিম এবং আমিনুদ্দিন দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ভারতীয় ডিফেন্সকে তছনছ করে গোল করে যায়। এদিন ভারতীয় ডিফেন্সকে দেখে অত্যন্ত শ্লথ মনে হচ্ছিল। মালয়েশিয়ার গতি সামলাতে পারছিল না ভারত। কিন্তু মরার আগে মরেনি ভারত। তৃতীয় কোয়ার্টারে সুখজিতকে বক্সের মধ্যে ফেলে দিলে পেনাল্টি পায় ভারত। গোল করেন হরমন। ৩০ সেকেন্ড পর আবার তিন নম্বর গোল করে ভারত। এবার কর্তি হয়ে গোল করেন গুরজন্ত সিং। মনে হচ্ছিল ম্যাচ টাইব্রেকারে চলে যাবে। কিন্তু ৪ মিনিট আগে তার স্বপ্নের গোল করে গেলেন আকাশদীপ সিং। মনদ্বীপ পাস ধরে হাফ টার্ন করে জোরালো শটে জাল কাঁপিয়ে দিলেন। গোটা টুর্নামেন্টে সেভাবে ছন্দে না থাকলেও আজ গুরুত্বপূর্ণ সময় জ্বলে উঠলেন ভারতের তারকা ফরোয়ার্ড। প্রচন্ড কঠিন ফাইনাল খেলে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। ফিনিক্স পাখির মতো পিছিয়ে পড়ে জেগে উঠল টিম ইন্ডিয়া। এই নিয়ে চারবার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হলো ভারত।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**